জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অনন্য'তে ভিড়

এসএসকেএমের অনন্যতে চালু হল আউটডোর পরিষেবা। শুরু হতেই উপচে পড়ল ভিড়। মাত্র সাড়ে তিনশো টাকার বিনিময়ে যেখানে দেখানো যাচ্ছে প্রখ্যাত চিকিৎসকদের

বিলম্বিত শীত

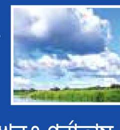

বিলম্বিত শীত। আগামী তিনদিনের মধ্যে তাপমাত্রা তেমন নামবে না। কবে থেকে শীত, এখনও পূর্বাভাস নেই হওয়া অফিসের। নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। শুক্রবার ও শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি

অসমে বিস্ফোরণে উড়ে গেল রেললাইনের অংশ

কোহলি শূন্য, ফের হেরে সিরিজ হারাল গিলরা, শুরু কাটাছেঁড়া

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৮ ● ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ ● ৬ কার্তিক ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 148 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 24 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের টার্গেট করতে কেন্দ্রের প্রবল চাপ

বিজেপির এজেন্সি পলিটিক্স ফাঁস করে দিলেন সিবিআই অফিসারই

প্রাক্তন সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার

প্রতিবেদন : বিজেপির নোংরা এজেন্সি পলিটিক্স-এর পোল খুলে দিলেন প্রাক্তন সিবিআই অফিসার। কীভাবে বিজেপি ইডি-সিবিআই লাগিয়ে বিরোধী দলকে হেনস্থা করে সেই চক্রান্তের হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল। নারদা কেসে তৃণমূলের চার মন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে বিজেপি কীভাবে সিবিআইকে ব্যবহার করেছে সেই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন এই কেসের প্রথম আইও, সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার। তাঁর একটি অডিও টেপ ফাঁস হয়েছে (যদিও জাগোবাংলা পত্রিকা এর সত্যতা যাচাই করেনি), যেখানে শোনা যাচ্ছে, রঞ্জিত কুমারের একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য। তিনি ফাঁস করে দিচ্ছেন, কীভাবে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর-জয়েন্ট ডিরেক্টরকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল নেতাদের চূড়ান্ত হেনস্থা করা হয়েছে। এমনকী গদ্দার অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সিবিআই কেন ওর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি, শোনা গেছে সেই কাহিনিও! ম্যাথিউ স্যামুয়েল যে কত বড় জালি এই প্রাক্তন আইও শুনিয়েছেন সেই রোমহর্ষক কাহিনিও। যা শুনতে গিয়ে মনে পড়ে যাবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির এজেন্সি পলিটিক্সের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ করেন প্রতি মুহূর্তে তা কতটা সত্যি। শুধু বাংলা নয়, দেশ জুড়েই বিরোধীদের দমন করতে এই ফর্মুলা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

রঞ্জিত কুমার বলছেন, সিবিআই দুটি কেসে আমাকে দিয়ে জোর করে অন্যায় কাজ করিয়েছে। যেখানে কোনও কেসই দাঁড়াচ্ছিল না। অন্তত দুটি ঘটনায় তো কেসই দাঁড়াচ্ছিল না। নারদা কেসে অন্যায়-অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। আমার ওপর সাংঘাতিক প্রেসার ছিল। আমি ওদের কথামতো কাজ করলাম না বলেই তো আমাকে এখন থেকে ট্রান্সফার করে দিল। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সোনার বাংলা

আমি ভালোবাসি বাংলার মাটি,
এ মাটি পবিত্র, এ মাটি সোনার মাটি।

এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র-নজরুল,
একই বৃন্তে দুটো পুষ্প, আলোকময় যে ফুল।

এই বাংলায় জন্ম হল প্রকৃত সভ্যতার,
নবজাগরণে জাগ্রত হল নূতন সংস্কার।

সভ্যতার এই পীঠস্থানে আমরা জ্বালাব দীপ,
নূতন করে বাংলায় জ্বলুক সভ্যতার প্রদীপ।

মায়ের মঙ্গলশঙ্খ বাজুক বাংলার ঘরে ঘরে,
নূতন প্রজন্ম হাল ধরো আজ ভারতের দরবারে।

এই মাটিতেই গড়ব মোরা উন্নয়নের ঘাঁটি,
আমাদের এই বাংলা হোক সোনার চেয়েও খাঁটি।

টালিগঞ্জ নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা ভাইফোঁটা দিলেন অরূপ বিশ্বাসকে।

বিহারে তেজস্বী বিরোধীদের মুখ

প্রতিবেদন : বিহারে মহাগঠবন্ধনের মুখ তেজস্বী যাদবই। যাবতীয় মনোমালিন্য দূরে সরিয়ে রেখে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল মহাগঠবন্ধন। কংগ্রেস-সহ বিরোধী নেতাদের সবুজ সঙ্কেত পেতেই ঘোষণা করা হয় তেজস্বীর নাম। পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ভিআইপি পার্টির মুকেশ সাহানির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বাজির বদলে বিস্ফোরক, ১৪ শিশু চোখ হারাল মধ্যপ্রদেশে

বিজেপি রাজ্যের কেলেঙ্কারি

ভোপাল : বিষাক্ত ওষুধের পর এবার বাজির নামে যত্রতত্র বিস্ফোরক বিক্রি। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে নতুন কেলেঙ্কারি। তার জেরে আলোর উৎসব দীপাবলিতে অন্ধকার নেমে এসেছে একাধিক শিশুর জীবনে। বাজির নামে কার্বাইড গান নামের এক বিস্ফোরক ব্যবহার করে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে বহু শিশু। অভিযোগ, দীপাবলির আগে শব্দবাজি নিয়ে সচেতনতার প্রচারে রাশ টানেনি সরকার। যথাযথ নজরদারিও ছিল না। শব্দবাজির উন্মাদনা মারাত্মক রূপ নেয় তথাকথিত (এরপর ১০ পাতায়)

হাসপাতালে শতাধিক

কলকাতার তরুণীকে বাড়ি ঢুকে গণধর্ষণ বেঙ্গালুরুতে

প্রতিবেদন : বেঙ্গালুরুতে ভাড়া বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ। টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করে পালায় অভিযুক্তরা। নির্যাতিতা কলকাতার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কর্মসূত্রে তিনি বেঙ্গালুরুতে একাই থাকতেন। ইতিমধ্যেই ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি দু'জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দেওয়ালির রাতে গাঙ্গোনডানাহাল্লিতে নির্যাতিতার ভাড়াবাড়িতে ঢোকে পাঁচ অভিযুক্ত। অভিযোগ, কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কা দিয়ে অপেক্ষা করার পর তারা জোর করে ঘরে ঢোকে। মহিলাকে ভয় দেখিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বামী ও সন্তানকে আটকে রেখে পরপর গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। মহিলার সন্তানই পুলিশকে খবর দেয়। এর পরে বাড়ি থেকে (এরপর ১২ পাতায়)

কাকদ্বীপের চক্রান্ত ফাঁস, পান্ডা নারায়ণ জালে

প্রতিবেদন : ভেস্তে গেল চক্রান্ত, মুখ পুড়ল বিজেপির! কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙায় গ্রেফতার মূল কালপ্রিট নারায়ণ হালদার নামে এক বিজেপি কর্মী! মত্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিই কালীপ্রতিমায় ভাঙচুর চালিয়েছে বলে পুলিশি জেরায় স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। বুধবার কোস্টাল থানা এলাকার সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নস্করপাড়া গ্রামের

সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও-সহ অফিসাররা।

একটি পুজোমণ্ডপে কালীমূর্তি ভাঙায় ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় রং লাগিয়ে প্রশাসনকে কালিমালিপ্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল বিজেপি। বহিরাগত ঢুকিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর নোংরা ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু পুলিশি তদন্তে মূর্তি ভাঙার মূল কালপ্রিটের পরিচয় ফাঁস হতেই বিজেপির সেইসব চক্রান্ত ভেস্তে গেল। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 October, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৩
মান্না দে
(১৯১৯-২০১৩)

এদিন প্রয়াত হন। এই অনন্য সঙ্গীতশিল্পীর জন্মসূত্রে নাম ছিল প্রবোধ, ডাকনাম মান্না। ওই ডাকনামেই জগদ্বিখ্যাত তিনি। ‘তমান্না’ ছবিতে তাঁর প্রথম প্লে-ব্যাক, কিন্তু ‘মশাল’ ছবির ‘উপর গগন বিশাল’ গানটিই তাঁকে শিল্পী হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেয়। নিজের প্রিয় কোন গানটি? জিজ্ঞাসা করলে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু কেউ যদি জানতে চাইত তাঁর প্রিয় অ্যালবাম কী, সবসময় মান্না বলতেন—‘মধুশালা’। বাঙালিরা এই অসাধারণ অ্যালবামের গান বিশেষ শোনেনি। এটা তাঁকে খুব দুঃখ দিত। অমিতাভ বচ্চনের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের লেখা কবিতায় জয়দেবের অসাধারণ সুরারোপ। প্রথমে শিল্পী হিসেবে ভাবা হয়েছিল রফি, মুকেশের কথা। কিন্তু উর্দু উচ্চারণ এবং শিক্ষিত গায়কির জন্য মান্নাই গায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। একবার শচীন কর্তার ফোন— ‘‘একবার আসো তো মান্না, একখানা দারুণ সুর করছি তোমারে শেখাবো।’’ মান্না বড় কৃতজ্ঞচিত্তে শচীন দেব বর্মনের বাড়ি গেলেন, শচীনও খুব যত্ন করে গানটা শেখালেন। মান্নার গলায় গানটা শুনে শচীন উচ্ছ্বসিত ‘‘দারুণ গাইসো’’। পরদিন আবার ফোন এল শচীন কর্তার, ‘‘মান্না, গানটা তুমি রফি মিয়ারে শিখায় আইসো। ও ভাল গাইবে গিয়া।’’ মান্নার সঙ্গে এমন হয়েছে বহুবার। হাসিতে শুরু, কান্নায় শেষ। ঠিক তাঁর জীবনের মতো।

১৮৯৪
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৪-১৯৮৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। সাহিত্যের তিনটি পৃথক ধারায় চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর জনপ্রিয়তার। জনপ্রিয়তম উপন্যাস ‘নীলাঙ্গুরীয়’, কৌতুক গল্পগ্রন্থ ‘বরযাত্রী’ এবং সবার পাঠ্য ‘রাণু’ সিরিজের গল্পমালা। আবার, গভীর দার্শনিক ও যুগের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁকে পাওয়া যায় ‘স্বর্গাদপী গরীয়সী’র তিনটি খণ্ডে। পেয়েছেন শরৎ স্মৃতি পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধি দেয়। বিশ্বভারতী দেয় দেশিকোত্তম সম্মান।

১৯১৪
ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল

(১৯১৪-২০১২) এদিন মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা সংগ্রামী। দুঃস্থদের পরিষেবা দিতে, মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ১৯৪০ সালে সিঙ্গাপুরে দেখা হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা রেজিমেন্ট ঝাঁসি রানি ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পেয়েছিলেন পদ্মবিভূষণ।

১৯০৩
প্রমথেশ বড়ুয়া

(১৯০৩-১৯৫১) এদিন অসমে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ পরিবারের ছেলে। তাঁর বিপুল সাহিত্যজ্ঞানকে ফিল্মে প্রয়োগ করেছিলেন। ক্যামেরা-ফ্রেম তৈরি করা থেকে লাইটিং-এর বোধ ছিল তাঁর চমৎকার, বিদেশে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ক্যামেরার কাজ শিখে এসেছিলেন। দখল ছিল সম্পাদনায়। সংগীতানুরাগী ছিলেন, এবং নিজে ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন বলে ছবিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঙ্গীত-প্রয়োগেও কুশলী ছিলেন।

২০১৭
গিরিজা দেবীর

(১৯২৯-২০১৭) প্রয়াণদিবস। কলকাতায় মৃত্যু হলেও এই বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম বারাণসীতে। তিনি বেনারস ঘরানার শিল্পী ছিলেন। ধ্রুপদী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি ঠুংরিকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। পেয়েছেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ সম্মান।

১৯২১
আর কে লক্ষ্মণ

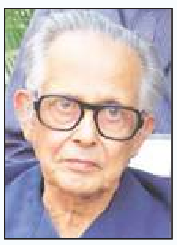

(১৯২১-২০১৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ‘দ্য কমন ম্যান’ কার্টুনের স্রষ্টা পদ্মবিভূষণজয়ী ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। সঙ্গের ছবিটিতে নিজের সৃষ্টি কমন ম্যানের সঙ্গে তাঁরই আঁকা আত্ম প্রতিকৃতি।

কর্মসূচি

■ সোনাগাছিতে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে রাসবিহারীর বিধায়ক দেবাশিস কুমার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মৃনাল ঠাকুর

■ কোয়েল

■ দেব

শব্দবাংলা-১৫৩৫

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. বধ, হত্যা ৩. সাংকেতিক ৫. নিষ্পত্তি, বিনাশ ৭. ময়ূরপুচ্ছ ৮. ক্ষমার যোগ্য ১০. আগামী ১২. হিমালয়প্রদেশের পার্বত্য জাতিবিশেষ ১৪. সমিতি, পরিষদ ১৭. কাব্যে উজ্জ্বল হওয়া ১৮. তিন রাত।

উপর-নিচ : ১. ঘটনা ২. ক্ষপণক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ ৩. বিরোধী দল ৪. যশ, খ্যাতি ৬. শৌখিন চালবাজ লোক ৯. ভেলা ১১. শিশুকাল, বাল্যকাল ১৩. চেয়ে, অপেক্ষা ১৫. স্বামীর বড়ো ভাই ১৬. দুই, উভয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৪ : পাশাপাশি : ১. চোগাচাপকান ৬. লব ৮. লেঠেল ৯. মনস্তাপ ১০. রিমঝিম ১২. আটক ১৩. তর ১৫. গড়গড় করে। **উপর-নিচ:** ২. গাড়ল ৩. পশ্বধম ৪. নল ৫. প্রলেতারিয়েত ৭. বদ্ধপরিকর ১১. মবলগ ১২. আলোক ১৪. রগ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভবানীপুরে শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে বচসা। প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধাকে মারধরের অভিযোগ। ভবানীপুর থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, তদন্তে পুলিশ

আমারশহর

24 October, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, মঙ্গলদীপে জ্বলুক শিখা...

■ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়িতে বোনেরা এলেন দাদাকে ফোঁটা দিতে।

■ টালিগঞ্জে ভাইফোঁটা উৎসব। বিশিষ্ট শিল্পী বোনেদের থেকে ফোঁটা নিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

■ চেতলা অগ্রণী ক্লাবে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ফোঁটা নিলেন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

■ বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী তাঁর বাড়িতে ফোঁটা দিলেন নাতি তিষাণ ও ভাইদের। ঈশ্বরের কাছে তিনি ভাইদের মঙ্গল, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠার কামনা করেন।

■ কাকদ্বীপের সূর্যনগর আনন্দমন আশ্রমের অনাথ শিশুদের থেকে ফোঁটা নিলেন বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

■ বাড়িতে ভাইফোঁটা দিলেন সাংসদ মালা রায়।

■ সাংসদ সৌগত রায়কে ফোঁটা দিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নিমতা জোনাকির পুজো মণ্ডপে।

■ বাড়িতে ভাইদের ফোঁটা দিলেন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেত্রী শতাব্দী রায়।

■ হৈমন্তী শুক্লার বাসভবনে ভাইফোঁটা উদযাপন। ফোঁটা নিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার।

■ মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ভাইফোঁটা নিলেন বোনেদের কাছ থেকে।

■ হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরিকে ফোঁটা দিলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি।

■ বাড়িতে দিদি ও বোনেদের থেকে ফোঁটা নিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

■ সিঙ্গুরের রতনপুরের বাড়িতে গিয়ে মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে ফোঁটা দিলেন তাঁর বোনেরা।

■ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদকে ফোঁটা দিলেন দলের মহিলারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

24 October, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি-এজেন্সি

তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপির এজেন্সি রাজনীতির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কোনও একটি রাজ্য সরকারকে কিছুতেই যখন ক্ষমতাচ্যুত করতে পারছে না, তখন স্বাধীন এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগাতে শুরু করে। এই কারণেই সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির শাখা সংগঠন বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে বারবার দেখা গিয়েছে নির্বাচন এলেই সিবিআই-ইডিকে নামিয়ে দেয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ যে কতখানি সত্য তা প্রকাশ্যে এনে সাড়া ফেলে দিয়েছেন সিবিআইয়ের প্রাক্তন অফিসার রঞ্জিত কুমার। তিনি নারদা মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। একটি অডিও বার্তায় বলছেন, নারদায় তৃণমূলের চার মন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে কীভাবে বিজেপি চাপ দিয়েছিল। সিবিআইয়ের ডিরেক্টর, জয়েন্ট ডিরেক্টরকে এই কাজে লাগানো হয়েছিল। গদ্দার অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কারণেই যে তার বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হয়নি, সেটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সেই অডিও বার্তায়। ম্যাথিউ স্যামুয়েলের মিথ্যাচারের কাহিনিও তুলে ধরেছেন। রঞ্জিত বলছেন, সিবিআই তাঁকে দিয়ে জোর করে দুটি মামলায় অন্যায় কাজ করিয়েছে। এই দুটি মামলায় কোনও কেসই দাঁড়াচ্ছিল না। অপারগ হওয়ার কারণেই তাঁকে যে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল সেকথাও বলেছেন। এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এরপরেও গদ্দাররা মুখ খোলে কোন লজ্জায়?

লোকপাল নাকি দুর্নীতি রুখবে!

যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারী কমিটি দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে একমাত্র আশা-ভরসা—সেই লোকপাল দফতরই এখন বিতর্কের কেন্দ্রে। কারণ, লোকপাল দফতর সাতটি উচ্চমানের বিএমডব্লু গাড়ি কিনতে চলেছে। তার টেন্ডারও বেরিয়ে গিয়েছে। প্রতিটির দাম ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি টাকা দিয়ে সাতটি বিদেশি গাড়ি কেনা হবে। সোজা কথায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শেষমেশ বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার দুটি পক্ষ—সরকারের মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং লোকপালের সাতজন সদস্য! হায়, মোদি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই আর স্বদেশি স্লোগান। সরকার লোকপালকে নখদন্তহীন একটি সংস্থায় রূপান্তরিত করতে পেরেছে। তার জন্য দেশবাসী ভুলেই গিয়েছেন যে লোকপাল নামক একটি সংস্থা ভারতে আছে। এটাই সরকারের 'সাফল্য'। দুর্নীতি-বৈষম্য-অনুন্নয়ন মিলিয়ে যে দুষ্টচক্রে দেশ আবর্তিত হচ্ছে, বহাল থাকছে সেই দুরারোগ্য দুর্ভাগ্যই। সরকার বা প্রধানমন্ত্রী বদলে এই দুর্ভাগা দেশের কিছুই যায়-আসে না। মোদি সরকারের ১২ বছরে দু'জনমাত্র লোকপাল পেয়েছে দেশ! সরকারি রাঘববোয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করে সাজার বহর কেমন? জাস্ট বিগ জিরো! সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল, লোকপালের নিজস্ব আদালতই নেই। তবু এই অবসরে কিছু অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল। তার মধ্যে বিচার প্রক্রিয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মাত্র ৬টি অভিযোগের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যত অভিযোগ জমা পড়েছে সরকারি কর্মী, অফিসার এমনকী প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, তার ৯০ শতাংশই খারিজ হয়ে গিয়েছে 'পদ্ধতিগত ত্রুটি'র অজুহাতে। নজরকাড়া বিষয় হল, দুর্নীতি সংক্রান্ত মোট যত অভিযোগ জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ৩ শতাংশ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে! মনে পড়ে যায় যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছিলেন মোদি। তিনি এবং তাঁর দল মূলত কংগ্রেসকেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা হাসিল হওয়ার পর দেখলাম আমরা লোকপাল গেছে ঠান্ডা ঘরে। কী আর বলব?

— কুহেলী দাস,
এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১২

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গণতন্ত্রকে শেষ করার চেষ্টা

একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী শাসন শেষ করে দিতে চাইছে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত। শাহ-মোদি সরকারের লক্ষ্যই হল পশ্চিমবঙ্গকে এলোমেলো করে দেওয়া। কীভাবে সেই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন হচ্ছে, তুলে ধরছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বরিষ্ঠ অধ্যাপক **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

নিছক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন একতরফাভাবে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যকে তার ন্যায্য আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কয়েক বছর আগে মুখ্যসচিবের অবসরের প্রাক্কালে তাঁকে কেন্দ্রে বদলির নির্দেশ দেওয়া হল। নির্দেশে বলা হল, মুখ্যসচিব তাঁর অবসরের দিন প্রথমার্ধে দিল্লিতে কর্মীবৃন্দ ও প্রশাসনিক সংস্কার মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করবেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবসর নেবেন। এই ধরনের সরকারি হুকুমনামা ভূ-ভারতে কোথাও হয়েছে, শুনিনি। রাজ্যের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে, এককথায় গায়ের জোরে রাজ্য সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আইপিএস আধিকারিককে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেওয়ার আদেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে নজিরবিহীনভাবে জারি করা হল। ইদানীং বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলার বাইরে বাঙালিদের পেটানো হচ্ছে। কেন্দ্র নীরব দর্শক। অন্যায়-অবিচারের সাম্প্রতিকতম সংযোজন হল, ১৮ অক্টোবর (২০২৫) দার্জিলিং পাহাড়-ডুয়ার্স অঞ্চল আচমকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিককে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করল। এই অঞ্চলটি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার অন্তর্ভুক্ত, যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক আওতার বাইরে নয়। এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি লঙ্ঘন করা হল এবং সেই কারণে ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোকে আঘাত করা হল। জিটিএ এলাকার প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা থাকলেও চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের হাতেই আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। অপরদিকে সমগ্র ভারতবর্ষের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই বলে থানার বড়বাবু জেলার পুলিশ সুপার বা জেলাশাসক নিয়োগের দায়িত্ব কি কেন্দ্র গ্রহণ করতে পারে? রাজ্য কি মধ্যস্থতাকারী চেয়েছিল? রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিপজ্জনক প্রবণতা। কোনও দলই চিরকাল শাসনক্ষমতায় থাকে না। কিন্তু থাকে দেশ, সংবিধান, সরকার ও প্রশাসন। যদি ভবিষ্যতে নতুন কোনও সরকার এসে এই ধরনের অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলে বর্তমান শাসকদল সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে তো? আমরা কিন্তু তখনও বিরোধিতা করে যাব। মনে পড়ছে, রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, 'পিএম টু ডিএম' প্রস্তাবটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে আলোচনা চলছিল। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জেলাশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না। রাজ্য সরকারকে জানানোর প্রয়োজন নেই। তবে আর যুক্তরাষ্ট্র থাকল কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার-সহ একাধিক রাজ্য সরকার যথার্থভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। জেলাশাসকরা রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই করতে হবে। অবশেষে এই প্রস্তাব বাতিল হয়। আশঙ্কা হয়, মান্যবর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবার এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার চেষ্টা না করেন।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ জননেত্রী।

বলা হচ্ছে, আগেও দার্জিলিংয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছিল। ঠিক কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতিক্রমে। প্রথমবার সুবাস ঘিসিং-এর আন্দোলনের সময়। আটের দশক। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। পাহাড়ের আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকারের বেসামাল অবস্থা। দার্জিলিং রেঞ্জের ডিআইজি আন্দোলনকারীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন (পাহাড়ের তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ি রেঞ্জকে ভাগ করে দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে সাময়িকভাবে নতুন পুলিশ রেঞ্জ অর্থাৎ দার্জিলিং রেঞ্জ তৈরি হল)। চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুখ্যসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেন্দ্রের কাছে মধ্যস্থতাকারী চাওয়া হয়, যাতে আন্দোলনের তীব্রতা কমে আসে। একই সঙ্গে প্রকাশ্যে বলা যাবে না যে রাজ্য সরকারই অনুরোধ করেছে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সচিব, স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতর নিজে ফাইল তৈরি করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আরও একটি অনুরোধ ছিল, কোনও আমলা নয়, যেন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী করা হয়। সেইমতো একজন কংগ্রেস সাংসদকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয়বার ২০০৯ সালে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড. মনমোহন সিং। পাহাড় আবার উত্তাল। গোর্খাল্যান্ড পার্বত্য কাউন্সিলের (Gorkhaland Hill Council) প্রধান সুবাস ঘিসিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন চলছিল। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এক সামরিক আধিকারিককে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিল। তিনি অবশ্য কিছুদিন পর পদত্যাগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ২০১১তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। পাহাড়ের সমস্যার সমাধানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জিটিএ সংক্রান্ত খসড়া বিল তৈরি, আইন প্রণয়ন এবং এবং এই সংস্থাটি আইন অনুযায়ী গঠনের ব্যাপারে মমতা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন কী সমস্যা হচ্ছে? জিটিএ-তে কোনও প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে কি? আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কি? কোনও উত্তাল আন্দোলন আছে কি? সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পাহাড়ের মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। কোনও কেন্দ্রীয় সাহায্য নেই। সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ। ২০২৬-এ বিধানসভার নির্বাচন। নির্বাচনের আগে পাহাড়কে অশান্ত করার, গোর্খাল্যান্ডের দাবি তোলার হীন প্রচেষ্টা। লাভ কিছু হবে না। স্বামী বিবেকানন্দের চিরস্মরণীয় কথা—চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না।

বরানগরের এক আবাসনে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর। অভিযোগ পেয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

বাড়িতে ভাইফোঁটা দিলেন দলের নেতা-কর্মীদের

প্রতিবেদন : প্রতি বছরের মতো এবছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। ফোঁটা নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, সমীর চক্রবর্তী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও দু'-একজন। দিদির কাছে ফোঁটা ও আশীর্বাদ পেয়ে খুশি সকলেই। শুধুই ফোঁটা নয়, ভাইয়েরা দিদির কাছ থেকে উপহারও পেয়েছেন। সঙ্গে মিষ্টিমুখ। ফোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান শোভন চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আজকের দিনে দিদির আশীর্বাদ পাওয়াটাই বড় কথা। প্রতি বছর এই দিনটায় আসি। নয়া প্রশাসনিক পদ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালে কাউন্সিলর হওয়া থেকে শুরু করে ২০২৫ সালে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমার সবটুকু দিয়ে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিদির কাছে ফোঁটা পেলাম—উপহার পেলাম। আগামী দিনে কঠিন লড়াই। এই লড়াইয়ে আমরা সকলেই দিদির পাশে আছি। তবে আজ উৎসবের দিনে তো কোনও রাজনীতির কথা হয়নি, আগামী দিনে পথচলার উৎসাহ দিয়েছেন আমাদের নেত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগরে নিম্নচাপ বিলম্বিত শীত

প্রতিবেদন : অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের শুরুর দিকে শীতের আগমন ঘটে। কিন্তু এবার বিলম্বিত শীত। আগামী তিন দিনের মধ্যে তাপমাত্রা তেমন নামবে না। এদিকে কবে থেকে শীত পড়বে সেই পূর্বাভাসও এখনও দিতে পারেনি আবহাওয়া দফতর। এদিকে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। তার জেরে দক্ষিণবঙ্গের আকাশে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে। এর ফলে শুক্রবার ও শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে শনিবার প্রায় পাঁচটি জেলায় বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জলীয় বাষ্প এবং দখিনা বাতাসের মিশেলে বেশ খানিকটা উপরের দিকে তাপমাত্রা। সপ্তাহশেষে বদলাবে আবহাওয়া। শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল। উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

ছটে বন্ধ রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবর

শহরে ৩৯টি অস্থায়ী পুজোর ঘাট পুরসভার

প্রতিবেদন : ছটপুজো উপলক্ষে এ-বছরও রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর সাধারণের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেএমডিএ। জলদূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

দুই সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। ২০২২ সালে নির্দেশ লঙ্ঘন করে কিছু মানুষ প্রবেশ করায় এ-বছর নিরাপত্তা আরও কড়া করা হচ্ছে। নির্দেশ কার্যকর রাখতে দুই সরোবরে প্রায় ৩০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন দু'জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে গত কয়েক বছর ধরেই দুই সরোবরে ছটপুজোর অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। ওই নির্দেশ অনুসারেই কেএমডিএ প্রতি বছর সরোবর দুটি বন্ধ রাখে।

দুই সরোবর বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য ৩৯টি অস্থায়ী ঘাট তৈরি করা হয়েছে। সুভাষ সরোবর সংলগ্ন এলাকায় বিকল্প ঘাট নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পুরসভা। প্রতিটি ঘাটে পোশাক পরিবর্তনের জন্য অস্থায়ী তাঁবু, বায়ো-টয়লেট এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেএমডিএ জানিয়েছে, পুজো শেষে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঘাট পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নিয়ে গণ ভাইফোঁটা

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং সমাজের প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গণ ভাইফোঁটার আয়োজন। সৌজন্যে উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেস এবং উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি তাপস মুখোপাধ্যায় জানান, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জনসংযোগ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সামাজিক বার্তা দিতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠকদের তরফে দেবরাজ চক্রবর্তী জানান, প্রতিবছরই আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এবছরই শুধু আমরা রাজনৈতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান করলাম। অনুষ্ঠানটি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের গলায় প্রশংসা শোনা যায়।

আরোগ্যয় মহকুমা শাসকের ভাইফোঁটা

সংবাদদাতা, চুঁচুড়া: কারও ছেলেমেয়ে থাকে বিদেশে, আবার কারও ছেলেমেয়ে হয়তো দেখেই না বাবা-মাকে। তাই শেষ বয়সে ওঁদের ঠিকানা চুঁচুড়া আরোগ্য। সেই আবাসিকদের ভাইফোঁটা দিলেন মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা। মহকুমা শাসক বলেন, ভাল অফিসারের থেকে বড় কথা হল ভাল মানুষ হওয়া। আমাদের জীবন হয়তো অনেকটা লম্বা। কিন্তু মানুষের জন্য কতটা করতে পারলাম, পাশে থাকতে পারলাম সুখে-দুঃখে সেটাও দেখার।

যেখানেই থাকি এই সম্পর্ক থেকে যাবে। চেষ্টা করব প্রতিবছর এই দিনটায় উপস্থিত থাকতে। চুঁচুড়া আরোগ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন।

আরোগ্যর কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, এখানের আবাসিকরা যেন না মনে করেন তাঁদের কেউ নেই। তাই আমরা চেষ্টা করি সবরকম অনুষ্ঠান করার। আবাসিকদের যাতে মন খারাপ না হয় তাই এই ভাইফোঁটার আয়োজন।

■ আবাসিকদের ভাইফোঁটা দিচ্ছেন মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা।

মহকুমা শাসক অন্য ধরনের মানুষ। তিনি গতবারও এসেছিলেন। তিনি যখন ভাইফোঁটা দিলেন আবাসিকদের চোখে জল। এই জল প্রাপ্তির, আবেগের।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে তৎপর পুলিশ, ধৃত ১

এসএসকেএম

প্রতিবেদন : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ! অভিযুক্ত এসএসকেএম হাসপাতালেরই এক প্রাক্তন অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ভবানীপুর থানার পুলিশ বুধবার রাতেই ধাপা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত অমিত মল্লিক (৩৪) নামে যুবককে। তার নামে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এ-প্রসঙ্গে বলেন, যাঁরা মেয়েদের অসম্মান করেন, তাঁরা মানুষ নন। তাঁদের সমাজ থেকে আলাদা করে দিতে হবে। একজন নারীর অসম্মান মানে গোটা মানবজাতির লজ্জা! আমাদের বোনেরা যেমন আজ আমাদের দীর্ঘজীবন কামনা করছে, তেমনই আজকের দিনে আমাদেরও শপথ নিতে হবে— বোনেদের সম্মান রক্ষায় যদি প্রাণও যায়, তবু লড়ব! পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবক শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের এক গ্রুপ-ডি কর্মী। আগে এসএসকেএম হাসপাতালে কাজ করত। বুধবার ওই যুবক পরিবারের সঙ্গে আসা এক নাবালিকাকে চিকিৎসক পরিচয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। এক চিকিৎসক হাসপাতালের আউটপোস্টে অভিযোগ জানালে খবর যায় ভবানীপুর থানায়। পুলিশ নাবালিকার বয়ান রেকর্ড করে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে রাতের মধ্যেই প্রগতি ময়দান থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন আলিপুর আদালতে পেশ করে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

এবার শিক্ষকরাও পাবেন সিপিআর দেওয়ার প্রশিক্ষণ

উচ্চমাধ্যমিক

প্রতিবেদন : হার্ট অ্যাটাক হলে কীভাবে তাৎক্ষণিক সিপিআর দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় এবার সেই বিষয়টি হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে দ্বাদশ শ্রেণিতে। তৃতীয় সেমিস্টারের সিলেবাসে থাকছে এই বিষয়টি। থিওরির পাশাপাশি প্র্যাকটিকাল ক্লাসও দেওয়া হচ্ছে। মূলত শারীরশিক্ষার শিক্ষকরাই এই বিষয়ের পাঠ দেবেন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, চলতি বছর নতুন সিলেবাসে এই বিষয়টি যোগ করা হয়েছে। জরুরিভাবে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সিপিআর বিষয়টি শিখে রাখা ভাল। স্বাস্থ্যকর্মীরা যেহেতু এই বিষয়টি ভাল জানেন তাই তাঁদের দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে পড়ুয়ারাও বিষয়টি নিয়ে আরও সচেতন হবে। সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সিপিআর দেওয়া গেলে প্রাণ বাঁচানো যাবে অনেকের।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের প্রেসে আগুন

প্রতিবেদন : সাতসকালে আগুন শহরের এক প্রিন্টিং প্রেসে। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আগুন লাগে আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক ছাপাখানায়। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে যায় চতুর্দিক।

৮টা নাগাদ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। কিন্তু ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমদিকে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে ভিতরে মজুত থাকা দাহ্য পদার্থের কারণেই দ্রুত আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওই প্রিন্টিং প্রেসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার জেরে আশপাশের বেশ কিছু দোকানও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় ৩৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাধনা বসু।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন চন্দননগরের যুবতী। ভাইফোঁটার দিন সকালে শ্রীরামপুর গঙ্গার ঘাটে মিলল তাঁর দেহ। কীভাবে মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

জলাভূমির গুরুত্ব বোঝাতে শহরে গড়ে উঠছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র

প্রতিবেদন : পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নলবন ভেড়িতে একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে। পরিবেশ দফতরের অধীন ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এজন্য আগ্রহী সংস্থার খোঁজে দরপত্র আহ্বান করেছে। প্রায় ২০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রটিতে আধুনিক ইন্টার‍্যাকটিভ গ্যালারি, প্রদর্শনী হল ও উন্মুক্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র থাকবে। যাতে মানুষ প্রকৃতি রক্ষা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের সমন্বয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারেন। এই কেন্দ্রটিকে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কলকাতার ফুসফুস নামে পরিচিত পূর্ব কলকাতা জলাভূমি শহরের নিকাশি জলের প্রাকৃতিক পরিশোধনের পাশাপাশি বিপুল জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে চলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জলাভূমির সেই পরিবেশগত ভূমিকা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার এমনভাবে নকশা করা হবে যাতে ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও সাধারণ নাগরিকরা জলাভূমির পরিবেশগত মূল্য বুঝতে পারেন, কিন্তু তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত না হয়। এটি সংরক্ষণ নীতি ও জনসচেতনতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

দরপত্রে বলা হয়েছে, অভিজ্ঞ ভারতীয় নির্মাণ সংস্থাগুলিই এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে, যাদের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ পার্ক বা ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যোগ্যতা ও ব্যয়ের দক্ষতাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সংস্থা বাছাই করা হবে।

সম্পূর্ণ হলে নলবনের এই নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার কলকাতার অন্যতম প্রধান পরিবেশ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গেলেন বিধায়ক

প্রতিবেদন : বাজি ফাটানো নিয়ে সোমবার রাতে ভাঙড়-২ ব্লকের ভুমরু এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয় আইএসএফ দুষ্কৃতীরা। তৃণমূল কর্মী গোলাম রব্বানি মোল্লা ও তাঁর তিন ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকী একজনের মাথা ফেটে যায়। খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দুই আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী গোলাম রব্বানির বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা। আক্রান্তের আতঙ্কিত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সবসময় পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক।

■ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে গণ ভাইফোঁটা পালন করল ডানকুনি থানা। ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস, এসিপি মহম্মদ আলি রাজা, আইসি শান্তনু সরকার-সহ পুলিশকর্মীদের কপালে ভাইফোঁটা দিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েরা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেরা ভাইফোঁটা নিলেন মহিলা পুলিশ কর্মীদের থেকে।

■ শ্যামনগর ঘোষপাড়া যোগাযোগ ক্লাব মহিলা সমিতি পরিচালিত শ্যামাপুজো উপলক্ষে বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

উদ্ধার ১১টি সোনার বিস্কুট আটক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সোনার বিস্কুট পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বাজেয়াপ্ত সোনার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ওই নাবালক ছাত্রের দাবি বাবা-মায়ের কথাতেই সে এই কাজ করেছে। ওই কালো পলিথিনের মধ্যে কী আছে সে জানত না। এরপরেই প্রশ্ন উঠছে বাবা-মায়ের ভূমিকা নিয়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ ও স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশের দোহারকান্দা সীমান্তে। ১২ বছরের ওই নাবালক জানায়, তার বাবা রাহুল মোল্লা ও মা সারবিনা মোল্লা কালো পলিথিনের একটি ব্যাগ সীমান্তের ১৭ নম্বর পয়েন্টের ধানখেতে রেখে আসতে বলে। সেই মতোই সে ব্যাগ রাখতে গেলে বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা তাকে ধরে। কালো পলিথিন ব্যাগ থেকে ১১ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার ওজন ১ কেজি ২৮৬ গ্রাম, বাজার মূল্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ধৃত ছাত্র ও উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলো তেঁতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমা বিসর্জনে নিখোঁজের দেহ উদ্ধার মহেশতলার ঘাটে

সংবাদদাতা, বজবজ : বুধবার রাতে কালীপুজো শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনে গিয়ে মহেশতলার অরুণ মিস্ত্রির ঘাট থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দুপুরে গঙ্গা থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রতিমা নিরঞ্জনে এসে অরুণ মিস্ত্রির ঘাটে নেমেছিলেন আকড়া সুখলিপাড়ার বাসিন্দা লালু চৌহান (৪১)। কিন্তু প্রচুর মানুষের মধ্যে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। এমনকী গঙ্গার জলে তলিয়ে গিয়েছেন কি না তাও কেউ দেখেনি। রাত পেরিয়ে সকালেও লালু বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন মহেশতলা থানায় অভিযোগ জানালে শুরু হয় তল্লাশি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান না মেলায় নদীতে তল্লাশি শুরু হয়। দুপুরে সেই অরুণ মিস্ত্রির ঘাটের কাছেই নদীর জলে দেহ ভেসে ওঠে।

■ মগরাহাট পশ্চিম তৃণমূলের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। শিরাকোল কর্মতীর্থে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মোল্লা, কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির খান-সহ ব্লক অঞ্চল নেতৃত্ব।

■ ধর্মেন্দ্র সিং মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে হাওড়ার শালিমারে প্রায় ১২০০ জনের হাতে আসন্ন ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি। ছিলেন সৈকত চৌধুরি, অরবিন্দ দাস-সহ অন্যরা।

ছটে উত্তরে ছুটবে ৪৮ স্পেশাল ট্রেন

প্রতিবেদন : পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের জন্য সুখবর। দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষে ৪৮টি স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্র জানা গিয়েছে, বেশিরভাগ ট্রেনই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার ইত্যাদি স্টেশনে দাঁড়াবে। ছোট স্টেশনে থামবে ২ মিনিটের জন্য। তবে বড় স্টেশনে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে। ছটপুজোর মরশুমে যাত্রীদের চাপ বাড়ে। সেই অতিরিক্ত চাপ কমাতেই রেল অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও যাত্রী বেশি হওয়ায় স্টেশনে যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তার কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকটি দেখার জন্য আরপিএফকে বলা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান। তিনি আরও জানান, আলিপুরদুয়ার স্টেশনে দ্বিতীয় পিট লাইন তৈরির কাজ চলছে। এটা হলে ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধা হবে।

বক্স বাজাতে না চাওয়ায় খুন, ধৃত ২

সংবাদদাতা, সোনারপুর : কালীপুজোয় বক্স বাজাতে না চাওয়ায় কুপিয়ে খুন যুবককে। গ্রেফতার ২। সোনারপুর থানার কুস্তিয়া এলাকার ঘটনা। তদন্তে সোনারপুর থানার পুলিশ।

■ ঘটনাস্থলে তদন্তে পুলিশ। ডানদিকে মৃত সনাতন নস্কর।

অভিযোগ, কালীপুজোয় নিজের বক্স বাজাচ্ছিলেন সনাতন নস্কর। এক প্রতিবেশী হার্টের রোগী হওয়ায় সনাতন সাউন্ড সিস্টেম খুলে নিয়ে বাড়ি চলে যান। সেই সময় অন্য প্রতিবেশী পিন্টু সাহা ও তার স্ত্রী সনাতনের বাড়ি গিয়ে পুজোমণ্ডপে বক্স বাজাতে চাপ দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সানাতনের পরিবারের সঙ্গে পিন্টু ও তার স্ত্রী বচসা করে। সনাতনের মা ও তাঁর ভাইকে প্রথম মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে সনাতনকে ছুরি দিয়ে শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পিন্টু ও তার স্ত্রীকে স্থানীয়রা সোনারপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার সঙ্গে পিন্টুর আরও দুই আত্মীয় জড়িত আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

বন্যাত্রাণে ৫ লক্ষ বিধায়কের

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর পর ভয়ঙ্কর বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। হাজার হাজার দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ শিবিরগুলিতে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে অনুদান চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের মানুষদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী। রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির নামে সেই আর্থিক অনুদানের চেক সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন বিধায়ক।

জমিবিবাদে এক পরিবারের তিন সদস্যকে অর্ধনগ্ন করে মারধরের অভিযোগ। রায়গঞ্জের ভাটোর ফাঁড়ির ঘটনা। এই ঘটনায় জগদীশ দাস-সহ পাঁচজনের নামে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে

সাতমারায় তিন কিমি নতুন পাকারাস্তা

সংবাদদাতা, মালদহ : গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল মালতিপুর। পিরগঞ্জ অঞ্চলের সাতমারা পোদিয়া মোড় থেকে বাসিরুদ্দিন মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত সাতমারা পিডব্লুডি ব্রিজ সংলগ্ন প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ পিচ রাস্তার উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। মোট দুই কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার (ডব্লুবিএসআরডিএ) তহবিল থেকে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় উৎসবের আমেজ সাতমারা জুড়ে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদ সদস্য ওয়াজেদ হক, ব্লক সভাপতি নইমুদ্দিন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিন, কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল বাসির, এনাজুল হক প্রমুখ।

নতুন পিচ রাস্তার কাজের উদ্বোধন করছেন আবদুর রহিম বক্সি ও অন্যরা।

এই রাস্তা নির্মাণের ফলে পিরগঞ্জ ও আশপাশের গ্রামগুলির যাতায়াতে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। রহিম বক্সি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন-গ্রাম বাংলার প্রতিটি কোণে উন্নয়নের আলো পৌঁছনো, আমরা তা বাস্তবায়ন করছি।

রায়গঞ্জে ছটপুজোর নদীঘাট সংস্কার শুরু

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : শারদীয়া, দীপাবলির পর এবারে ছট উৎসব। রায়গঞ্জ শহরেও ছটপুজো ঘিরে যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় প্রতি বছর। রায়গঞ্জ শহরের কুলিক নদীর বিভিন্ন ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। হাতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তাই এখন থেকেই নদীর ঘাটগুলি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পুজোর প্রাঙ্গণ চিহ্নিতকরণের কাজও চলছে। রীতি অনুযায়ী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে লাউ ভাত, রবিবার খরনা পুজো, সোমবার বিকেলে ঘাটে পুজো অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার সকালে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে ছটপুজো। পুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সবরকমভাবে সহযোগিতা করে পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন।

সরানো হল পুলিশ সুপারকে

প্রতিবেদন : কোচবিহারের পুলিশ সুপার পদ থেকে সরানো হল দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে। দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে মারধরের অভিযোগ ওঠার কয়েকদিনের মধ্যেই এই বদলি কার্যকর করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর বদলির সিদ্ধান্ত জানায়।

দ্যুতিমানকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট পদে। তাঁর জায়গায় কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন সন্দীপ কাররা, যিনি এতদিন আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটে ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিমাঞ্চল) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' শিশু ও মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল দ্যুতিমানের বিরুদ্ধে। দ্যুতিমান সেই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, শব্দবাজির কারণে রাতভর বিরক্ত হচ্ছিলেন, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা কেবল বাধা দিতে গিয়েছিলেন। একই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট সোনওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে নতুন করে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিমাঞ্চল) পদে পাঠানো হয়েছে। নবান্নের তরফে এই বদলিকে রুটিন বলে ব্যাখ্যা করা হলেও, প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, দীপাবলির রাতের বিতর্কই দ্যুতিমানের পদচ্যুতির মূল কারণ।

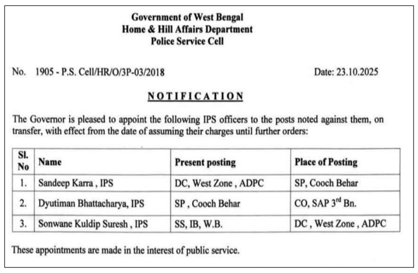

Government of West Bengal
Home & Hill Affairs Department
Police Service Cell

No. 1905 - P.S. Cell/HR/O/3P-03/2018 Date: 23.10.2025

NOTIFICATION

The Governor is pleased to appoint the following IPS officers to the posts noted against them, on transfer, with effect from the date of assuming their charges until further orders:

Sl. No	Name	Present posting	Place of Posting
1.	Sandeep Karra , IPS	DC, West Zone , ADPC	SP, Cooch Behar
2.	Dyutiman Bhattacharya, IPS	SP , Cooch Behar	CO, SAP 3rd Bn.
3.	Sonwane Kuldip Suresh , IPS	SS, IB, W.B.	DC , West Zone , ADPC

These appointments are made in the interest of public service.

কোচবিহার

কালীমন্দিরে চুরি

কালীমন্দিরে চুরির ঘটনায় বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুর পুর এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডে। কাউন্সিলর গুরুদাস সাহার বাড়ির মন্দিরে পুজো করতে এসে পুরোহিত দেখেন দরজার তালা উধাও। চুরি গিয়েছে প্রতিমার পরনের বেশ কয়েকটি স্বর্ণালঙ্কার। ইসলামপুর থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। মুখ ঢাকা অবস্থায় এক যুবক সব মিলিয়ে প্রায় দু'ভরির মতো অলঙ্কার নিয়ে পালিয়েছে। যদিও মাথার মুকুট নিতে পারেনি।

মাদারিহাটে হাতির হানায় এক রাতে মৃত্যু তিনজনের

ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে বন দফতর

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মাদারিহাট এলাকায় এক রাতে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক শিশু ও মহিলা-সহ তিনজনের। পৃথক দুটি ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যায় প্রথমে মাদারিহাট মধ্য ছেকামারি এলাকায় বাজার করে ফেরার পথে, বাড়ির সামনে মাকনা হাতির হানায় মৃত্যু হয় কাদের আলি নামে এক ব্যক্তির। সন্ধ্যায় বাজার করে ঘরে ফিরছিলেন কাদের। বাড়ির সামনে এক মাকনা হাতি আচমকা তাঁর উপর হামলা চালায়। কাদের মারাত্মকভাবে জখম হন। দ্রুত তাঁকে বাসিন্দারা মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর গভীর রাতে মধ্য খয়েরবাড়ি এলাকায় পাড়ার কালীপুজোর অনুষ্ঠানে দেখে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দেড় বছরের কন্যাসন্তান লক্ষ্মী মুন্ডাকে কোলে নিয়ে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিলেন মা সোনিয়া মুন্ডা। সেই সময় আচমকা হাতি এসে মা ও শিশুসন্তানকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে তুলে নিয়ে আছড়ে মেরে ফেলে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে হাতির হানায় জখমরা।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই এলাকায় হাতির উপদ্রব শুরু হওয়ায় চিন্তিত এলাকাবাসী। রাস্তার ওপর ও বাড়ির মধ্যে চলে এসে হাতি হামলা চালাচ্ছে, এই ঘটনায় সবাই আতঙ্কিত। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতির হানায় মৃতদের পরিবারকে নিয়ম মেনে সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

উত্তরে বিশিষ্টদের ভাইফোঁটা

কোচবিহারে নিজের বাড়িতে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। বৃহস্পতিবার।

বোনেদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া

ফোঁটা নিতে জেলা সভানেত্রীর বাড়িতে তৃণমূল কর্মী-ভাইয়েরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ভাইফোঁটার দিন যেন তৃণমূল কংগ্রেসের পারিবারিক মিলনমেলা। সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপের বাড়িতে উপচে পড়ে জনতা। জেলার কোণে কোণে থাকা তৃণমূল কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব— সকলে হাজির একসাথে 'দিদির' স্নেহের ফোঁটা নিতে। পুজোর সাজে সেজে উঠেছিল মহুয়া গোপের বাড়ি। ভোর থেকে উপোস রেখে রীতিমতো নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ফোঁটা দিলেন অগণিত ভাইকে। বড়রা জেলা সভানেত্রীকে দিলেন আশীর্বাদ, আর ছোটরা পেলেন জেলানেত্রীর স্নেহাশিস। দিনভর মিষ্টির আসর, হাসিখুশিতে জমে ওঠে পরিবেশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত মহুয়া বলেন, তৃণমূল পরিবার একসঙ্গে থাকলে কোনও শক্তিই আমাদের আটকাতে পারবে না। এই ভাইফোঁটার দিন শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি দলের ঐক্য, ভালবাসা আর মানবিক বন্ধনের প্রতীক।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ভাইফোঁটা উদযাপন

■ ভাইফোঁটায় অংশ নিয়ে দলের মহিলাকর্মীদের আশীর্বাদ করলেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

■ নানুরে গণভাইফোঁটায় উপস্থিত বীরভূমের সভাধিপতি কাজল শেখ।

■ হৃদয়পুর স্বজন আয়োজিত ভাইফোঁটায় সবজি বিক্রেতা, হকার, টোটো ও ভ্যান রিক্সাচালক এবং রেল প্ল্যাটফর্মের ভবঘুরেদের ফোঁটা দেওয়া হল।

■ দর্পণ আয়োজিত কেশিয়ারির সর্বজনীন ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরেশ মুর্মু। বিশেষভাবে সক্ষমদের ফোঁটা দেওয়া হয়।

■ কালীপুজো উপলক্ষে পিকে মল্লিকের উদ্যোগে পুরনো কলকাতার ঐতিহ্য মেনে গোয়াবাগানের ধর ভিলায় আয়োজিত হয় ফানুস উৎসবের। তরুণ ফানুসশিল্পী বিশ্বজিৎ নাগের গড়া মা কালীর ফানুস ওড়ানো হয়।

মন্ত্রীর উদ্যোগে সম্প্রীতির ভাইফোঁটায় মাতলেন নাদনঘাটের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ

সুনীতা সিং ● কালনা

সম্প্রীতির ভাইফোঁটায় মেতে উঠল কালনার নাদনঘাট। এলাকার পঞ্চাশের উপর মুসলিম ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলেন হিন্দু বোনেরা। ১৮ বছর ধরে এই সম্প্রীতির ভাইফোঁটার আয়োজনের মূল কাণ্ডারী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আজিজুন্নেসা খাতুনের থেকে এক পঙক্তিতে বসে মন্ত্রীর ফোঁটা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় সম্প্রীতির এই ভাইফোঁটার। মন্ত্রী বলেন, শত প্ররোচনা, বিভ্রান্তি ও বিভেদের বিষ ছড়ানো সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে চোখের মণির মতো আগলে রেখেছেন। ভাইদের উপহার ও খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী। এদিন স্বপনবাবু প্রতিষ্ঠিত দামোদরপাড়া অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমে ধুমধামের সঙ্গে ভাইফোঁটা আয়োজন হয়। অনাথ শিশুকন্যার কাছ থেকে ফোঁটা নেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

■ প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের হাত থেকে ফোঁটা নিচ্ছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। (ডানদিকে)

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের ভাইফোঁটা উদযাপন

সংবাদদাতা, অন্ডাল : প্রতি বছরের মতো এবারেও খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে বৃহস্পতিবার ঘটা করে হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। এবার নিয়ে ৯ বছর। আবাসিকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি ও আবাসিকদের পরিবারের সদস্যরাও। আবাসিক মহিলারা চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন পুরুষ আবাসিক ও অতিথিদের কপালে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এদিন আবাসিকদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। সেই সঙ্গে মহিলা আবাসিকদের শাড়ি ও পুরুষ আবাসিকদের উপহার দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। আবাসনে বর্তমানে রয়েছেন ১৫ জন পুরুষ ও ২১ জন মহিলা মিলে মোট ৩৬ জন আবাসিক। সন্ধ্যায় হল নাচ, গান-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবাসিকরা জানান, এই দিনটি সবার কাছে বিশেষ আবেগের। এক সময় সবার বাড়িতেই ঘটা করে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান হত।

■ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা ব্যস্ত ভাইফোঁটা উদযাপনে।

ভাইকে ফোঁটা দেওয়া হত। সেসব দিন অতীত। তবে আশ্রম কর্তৃপক্ষ ভাইফোঁটার আয়োজন করায় হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি ফিরে পেলাম

পথভিক্ষুকদের নিয়ে ভাইবোন ফোঁটা পালন বর্ধমানে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বৃহস্পতিবার বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ের কাছে ভাইবোন ফোঁটার আয়োজন করে পেয়ারা নিউট্রেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ১০০ পথভিক্ষুককে নিয়ে হল অনুষ্ঠান। সূচনা হয় সাংবাদিকদের ফোঁটা দিয়ে। বোনেরা ফোঁটা দেন ভাইয়ের কপালে। প্লাস্টিক বোতলে জল খাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে বুঝিয়ে বোনেদের উপহার দেওয়া হয় স্টিলের বোতল। ভাইদের পোশাক। মধ্যাহ্নভোজে ছিল ভাত, ডাল, ভাজা, সবজি, মাংস, মিষ্টি। পথভিক্ষুক বরিসন বিবি ফোঁটা দেন বাবলু রায়কে। হীরালাল রায় ফোঁটা নেন তসলিমা বিবির থেকে। ছিলেন মনোয়ারা বিবি, রানি সরেন, লক্ষ্মী কর্মকারেরাও। বোনেদের কপালে ফোঁটা পরান উপস্থিত ভাই-দাদারা। অতিথি ছিলেন শিক্ষক ডঃ তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, করবী দাস, রিতা মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অন্যদিকে বর্ধমান ব্লাইন্ড স্কুলের অনাথ শিশুদের থেকে ফোঁটা নিতে আসেন খ্যাতনামা গায়ক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

■ ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে পথভিক্ষুকদের। বর্ধমানে।

অস্ত্র-সহ পুলিশের জালে বিহার ও বীরভূমের দুই দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, বীরভূম : বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তত ভিন রাজ্য থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা বাংলায় অপরাধ ঘটাতে তৎপর হবে, এই আশঙ্কা বারবার প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক নয় তা ফের প্রমাণ হল বৃহস্পতিবার। রাজ্য এসটিএফ এবং বীরভূম জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল বিহারের কুখ্যাত অস্ত্র পাচারকারী অভয়কুমার শর্মা ও তার সহযোগী মিনারুল শেখ। এদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। রামপুরহাট আদালতের সরকারি আইনজীবী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ধৃত অস্ত্র পাচারকারী অভয়ের বাড়ি বিহারের মুঙ্গেরে। অস্ত্র ক্রেতা মিনারুল বীরভূমের মল্লারপুরে বিশিয়া গ্রামের বাসিন্দা। দুটি ৭ এমএম অটোমেটিক পিস্তল, দুটো ম্যাগাজিন, একটি কালো মোটর বাইক, অভয়ের প্যান কার্ড, আধার কার্ড এবং ১৫০০ ও ৩৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রামপুরহাট আদালতের বিচারক ইন্দ্রজিৎ দেব তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গাছকে ফোঁটা দিয়ে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ বীরনগরের দিদিদের

সংবাদদাতা, নদিয়া : দূষণের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়ে গাছকে ফোঁটা দিলেন দিদিরা। নদিয়ার বীরনগরে ভাইফোঁটার দিনে দেখা গেল নজরকাড়া এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। গাছে ফোঁটা দিয়ে ঘোষপাড়া রোডের গান্ধী মোড় থেকে ডাইনোসর মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০৮টি গাছে ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করলেন ৮০ জন বোন ও দিদি। হাতে ছিল বেলপাতা, ফুল, মিষ্টি আর বরণডালা। ভাইফোঁটার শুভ তিথিতে গাছকে ভাইয়ের সমান মর্যাদা দিয়ে তাঁরা কামনা করলেন প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের দীর্ঘ জীবন। এবার এই উদ্যোগের

নদিয়া

ছিল তৃতীয় বর্ষ। বীরনগরের মহিলারা জানান, গাছই মানুষের জীবনের ভিত্তি।গাছ না থাকলে মানবজীবন অচল। তাই গাছকে রক্ষা করা মানেই নিজেদের রক্ষা করা। রাস্তার দু'ধারে আঁকা হয়েছিল সুন্দর আলপনা, যা দিনটিকে করে তোলে স্মরণীয়। বীরনগর পুরসভার কাউন্সিলর জানান, এই গাছগুলো পুরসভার উদ্যোগে লাগানো হলেও যত্ন নেওয়া নাগরিকদের দায়িত্ব। এই ব্যতিক্রমী ভাবনা পরিবেশ সচেতনতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বৃহস্পতিবার।

স্ত্রীর সঙ্গে মন্তেশ্বরের শ্বশুরবাড়িতে ভাইফোঁটায় যোগ দিতে এসে দোতলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল স্বামীর। বৃহস্পতিবার

সোশ্যাল মিডিয়ায় হিংসা, বিদ্বেষ ছড়ানোয় পুলিশ বন্ধ করল হাজারের বেশি অ্যাকাউন্ট

প্রতিবেদন : সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করে দিল ১,০৯৩টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট। ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং এক্স হ্যান্ডেল ব্যবহার করে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক এবং বিদ্বেষমূলক পোস্ট এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এবং সাইবার সেল। যৌথ তদন্তে নেমে ১,০৯৩টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয় ১১ হাজারের বেশি বিদ্বেষমূলক পোস্ট। পুলিশ সূত্রে খবর, ডিলিট করা একাধিক অ্যাকাউন্ট বিদেশ এবং অন্য রাজ্য থেকে পরিচালিত হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআই ইন্টেলিজেন্সও ব্যবহার করা হচ্ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এক্ষেত্রে স্থানীয়দের মুখ বসিয়ে ভুয়ো বক্তব্য প্রচার হচ্ছিল। এ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতেই একের পর এক সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয় বলে দাবি পুলিশের। এ-প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ সাইবার থানার আইসি উৎপলকুমার সাহা বলেন, কিছু মানুষ সোশাল মিডিয়াকে ধর্মীয় হিংসা, বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যবহার করছে। হাজারের বেশি প্রোফাইল বন্ধ করা হয়েছে যেগুলো থেকে উসকানিমূলক পোস্ট করা হচ্ছিল। আইসির দাবি, ৪৮৬ জনের বেশিকে চিহ্নিত করে নেওয়া হচ্ছে আইনি ব্যবস্থা। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রশাসন জানায়, ভুয়ো তথ্য প্রচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষকে যাচাই না করে কোনও পোস্ট বা ভিডিও শেয়ার না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। তৃণমূল যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, আরও আগেই করা উচিত ছিল।

মেদিনীপুর রেঞ্জে রয়েছে ৭০টি হাতি, ভাইফোঁটায় স্পেশাল ডিউটি দিলেন বনকর্মীরা, হুলাপার্টি

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার গোটা রাজ্যের সঙ্গে ভাইফোঁটায় মেতেছিল পশ্চিম মেদিনীপুর। কিন্তু ভাইফোঁটাতেও হাতির ভয় থাকায় স্পেশাল ডিউটি করতে হল বনকর্মীদের। কেননা শুধু মেদিনীপুর ডিভিশনেই এখন ৭০টি হাতি রয়েছে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছিল হুলাপার্টি। বনাধিকারিকেরা জানান, শুধু মেদিনীপুর ডিভিশনেই প্রায় ৭০টি হাতি রয়েছে। তারা জঙ্গল লাগোয়া বেশ কিছু গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে খবর মিলেছে। ফলে সেই সব এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ধান পাকার সময় এসেছে। তাই হাতির হানায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মেদিনীপুরের ডিএফও দীপক এমের কথায়, বনকর্মীরা সজাগ আছেন। উৎসবের দিনে কেউ যাতে সমস্যায় না পড়েন সেদিকে নজর দিয়ে বনকর্মীরা স্পেশাল ডিউটি করেছেন। পর্যাপ্ত হুলাপার্টিও ছিল সঙ্গে। জঙ্গলমহলে হাতিই বড় সমস্যা। হাতির হামলায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। বাড়িঘর, ফসলের ক্ষতি ছাড়াও হাতির তাণ্ডবে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানান, প্রায় সারা বছর জঙ্গলে হাতি থাকছে। বহু মানুষ রোজগারের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেখানেই যেতে পারে না সাধারণ মানুষ। জঙ্গলে গিয়ে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে হাতির মুখে পড়ে। জঙ্গলে খাবার না পেলেই চাষের জমি বা লোকালয়ে ঢুকে বাড়ি ভাঙচুর করছে দাঁতালরা। তাদের হাতি অন্যত্র সরিয়ে দিলেও আবার ফিরে আসছে। দুর্গাপুজো, কালীপুজোয়ও ভয় নিয়েই ঠাকুর দেখতে হয়েছে। বন দফতর সূত্রে খবর, মেদিনীপুর বন বিভাগের চাঁদড়া, পিড়াকাটা, আরাবাড়ি, লালগড় রেঞ্জ এলাকায় ৭০টি হাতি রয়েছে। রূপনারায়ণ ডিভিশনে আছে ৬টি হাতি। গোয়ালতোড়, হুমগড়-সহ বিভিন্ন রেঞ্জে হাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর জন্য বন দফতর যথেষ্ট সজাগ। তাঁরা নির্দেশ দিয়ে বনকর্মীদের সর্বত্র মোতায়েন রাখছেন। সঙ্গে থাকছে হুলাপার্টি। এভাবে বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন ভাইবোনদের সুরক্ষায় বিশেষ ডিউটি দিলেন বনকর্মীরা।

মোবাইল টাওয়ার থেকে মরণঝাঁপ

প্রতিবেদন : কান্দি-বহরমপুর রাজ্য সড়কের মধ্যবর্তী জীবন্তি গ্রামে ভাইফোঁটার সকালে দুই ভাইয়ের বচসার পরিণতিতে ঘটে গেল মর্মান্তিক এক পরিণতি। অভিমানে টাওয়ারে চড়ে বসে ১৫ বছরের কিশোর অপূর্ব হাজরা মাকে ফোন করে ডেকে এনে তাঁর চোখের সামনেই দিল মরণঝাঁপ। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জীবন্তি গ্রামে বাবা-মা ও দাদার সঙ্গে থাকত অপূর্ব। বোন না থাকায় প্রতিবেশী নাবালিকারা ফোঁটা দিত দুই ভাইকে। এবারেও প্রস্তুতি চলছিল। জানা যায়, তখনই জামা নিয়ে দাদার সঙ্গে বচসা হয় অপূর্বর। কথা কাটাকাটির পর রাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে রাজ্য সড়কের পাশে থাকা একটি মোবাইলের টাওয়ারের মাথায় উঠে পড়ে। সেখান থেকেই মাকে ফোন করে ডাকে অপূর্ব। স্বাভাবিকভাবেই ছুটে যান তিনি। আর মাকে দেখামাত্রই টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দেয় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। হকচকিয়ে যান মা। ছেলে যে এমন কিছু করতে পারে, তা ভাবতে পারেননি কেউ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

অশ্লীলতার দায়ে গ্রেফতার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আউশগ্রাম থানার পুলিশের হাতে ধৃত কেনারাম দাস বৈরাগ্য। বৃহস্পতিবার তাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ওই বধূ পুজোয় বাপের বাড়ি এসেছিলেন। বুধবার গুসকরায় বাজার করে সন্ধ্যায় টোটো থেকে নেমে হেঁটে বাপের বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় কেনারাম তাঁর শ্লীলতাহানি করে। অভিযোগ করায় তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কোলাঘাটে আগুন, আতঙ্ক

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : বৃহস্পতিবার সকালে কোলাঘাটের এক হোসিয়ারি কারখানায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় কুমারহাট এলাকায়। শর্ট সার্কিটের জেরেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। কারখানার সামনে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে প্রথমে আগুন লাগে। কয়েক লক্ষ টাকার হোসিয়ারি দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানায় কোনও শ্রমিক না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

মা কালীকে ভাইফোঁটা দিয়ে বিসর্জন পর্ব শুরু হয় কাটোয়ায়

প্রতিবেদন : কোথাও পরিবারের সদস্যরা, কোথাও বা পুরোহিতই দেবীকে ফোঁটা দেন। তারপর হয় বিসর্জন। বহু আগে থেকেই এই রীতির চল রয়েছে কাটোয়া, আউশগ্রাম, ভাতারে। কুলদেবী হিসাবে পূজিতা মা কালীকে ভাইফোঁটা দেওয়া নিয়ে কাটোয়ার গবেষক স্বপন ঠাকুরের বক্তব্য অনুযায়ী, আত্মবৎ সেবা মানে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার রীতির মধ্যেই এটা আছে বৈষ্ণব ধর্মে। তবে এখন তা শাক্ততেও রূপান্তরিত হয়েছে। কুলদেবীকে অনেকেই নিজের পরিবারের সদস্য মনে করেন। তাই তাঁকে ফোঁটা দেওয়ার এমন রীতি রয়েছে। অনেকে নিজের কুলদেবতাকে নিজের ভাই, বোন বা দিদি মনে করে রাখি পরান। এটা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনের ফলে ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। পারিবারিক বা বনেদি পুজোগুলোতে এরকম রীতি বেশি দেখা যায়। মা সিদ্ধেশ্বরী বা তকিপুরের কালীপুজোয় বনেদিয়ানার ছাপ রয়েছে। মা কালীকে নিজের বোন বা দিদি ভেবে ফোঁটা নেওয়ার পরই মাকে বিদায় জানানো হয়। আউশগ্রাম তকিপুরের বড়কালীর বিসর্জনই আকর্ষণ। রীতি মেনে কালীকে ফোঁটা দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার এক দিন পর বিসর্জন দেওয়া সেই বিসর্জন দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করবেন কাল, শনিবার। দাঁইহাটের মা সিদ্ধেশ্বরীকে নিজের দিদি বা বোন ভেবে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। সেবাইত কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে সাধক রামানন্দ দক্ষিণা কালী মায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কার্তিকী অমাবস্যায় সেই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের পুজো হয়। ভাইফোঁটা দেওয়ার পরই মায়ের বিসর্জন হয়। মাকে ফোঁটা না দিলে এলাকায় ভাইফোঁটাই হয় না। কাটোয়ার মাধাইতলা এলাকার ভট্টাচার্য বাড়ির বালকেশ্বরী কালীর পুজোয় রীতি মেনে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। কাটোয়ার পাকুড়তলার মাকে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। ভাতারের বড়বেলুনের বড়মাকে ভাইফোঁটা দিয়েই বিসর্জন পর্ব শুরু হয়।

জঙ্গলমহলে বাঁদনা পরবের রঙে উৎসবমুখর পরিবেশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন থেকেই জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে লোকসংস্কৃতির অনন্য উৎসব বাঁদনা পরব। বুধবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ জঙ্গলমহলের একাধিক গ্রামে চলে উৎসবের প্রস্তুতি। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই দিনটি পালন করে আসছেন কুড়মি, ভূমিজ, লোধা, মাহাত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। সকালেই গরুদের স্নান করিয়ে গায়ে রঙের ছোপ দিয়ে সাজানো হয়। পায়ে জল ঢেলে সেই জল গামছা দিয়ে মোছানো হয়। তারপর পায়ে ঘুঙুর পরানো, মাথা আঁচড়ানো, কোথাও আবার রঙিন ফিতে বেঁধে গরুকে সাজিয়ে তোলা হয়। এরপর হয় প্রতীকী 'গরুর বিয়ে'। গরুদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। চারপাশে ঢোল-করতালের তালে চলে লোকনৃত্য। আনন্দে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা। বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে থাকা বাঁদনা পরব আদতে কৃষিনির্ভর সমাজে গরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবেই পালিত হয়। আজও এই উৎসব জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির জীবন্ত নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 October, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বাংলায় কথা বলায় প্রয়াগরাজে আটক মালদহের পরিযায়ী শ্রমিক

সংবাদদাতা, মালদহ : বাংলাভাষায় কথা বলার 'অপরাধে' উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আটক হলেন এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক। মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা আব্দুল গফফরকে বাংলাদেশি ভেবে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে মালদহ জুড়ে।

জানা গিয়েছে, ৩৪ বছরের আব্দুল কালিয়াচকের বামনগ্রাম মসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোলা কান্দিপাড়ার বাসিন্দা। প্রায় এক মাস আগে জীবিকার তাগিদে উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি করতে। কিন্তু হঠাৎ প্রয়াগরাজ পুলিশের হাতে তিনি বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হন।

৩৪ বছরের আব্দুল কালিয়াচকের বামনগ্রাম মসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোলা কান্দিপাড়ার বাসিন্দা। প্রায় একমাস আগে জীবিকার তাগিদে উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি করতে। কিন্তু হঠাৎ প্রয়াগরাজ পুলিশের হাতে তিনি বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হন।

পরিবারের দাবি, গফফরের কাছে আধার, ভোটার কার্ড-সহ সমস্ত বৈধ ভারতীয় পরিচয়পত্র ছিল। তবুও কেবলমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণে তাঁকে বিদেশি মনে করে আটক করা হয়েছে। পরিবারের আর্তি, বাংলাভাষী হওয়া কি তবে অপরাধ! এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মালদহ জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা আব্দুর রহমান। তাঁর বক্তব্য, গফফর আমাদেরই মানুষ, কালিয়াচকের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর মুক্তির জন্য আমরা প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগ করছি। এদিকে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় মহলে ক্ষোভ বাড়ছে। অনেকের মতে ভাষা নয়, নথিই নাগরিকত্বের পরিচয়। ভাষার ভিত্তিতে বৈষম্য গণতান্ত্রিক ভারতের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছে।

■ দমদম-ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি সোমনাথ শ্যাম ও পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে বরানগরের সমাজকল্যাণ পরিষদের শ্যামাপুজোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে দক্ষিণ বরানগর আইএনটিটিইউসি প্রেসিডেন্ট ও পুজোর মুখ্য উপদেষ্টা নান্টু নন্দী।

■ আলোর উৎসব, তারপর ভাইফোঁটা। এলাকার প্রান্তিক শিশুদের উপহার তুলে দিলেন অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। ছিলেন শুকদেব নস্কর, অলোক মল্লিক, পার্থ গায়েন, জয়ন্ত রায়চৌধুরি প্রমুখ।

নেশার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়গাঁও পুলিশের সাফল্য

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ফের বিপুল পরিমাণ নেশার ক্যাপসুল উদ্ধার করল জয়গাঁও থানার পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া ভানুমোড় এলাকায় জয়গাঁও পুলিশ চেকপোস্টে রবিবার নাকা চেকিং চলাকালীন বিহার থেকে জয়গাঁওগামী একটি বাস থেকে ৬০,২৭৩ পিস স্প্যাসমো প্রক্সিভন প্লাস ক্যাপসুল উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে এক যুবককেও গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনার পর বুধবার ফের একবার গোপন খবরের ভিত্তিতে জয়গাঁও সুমসুমি বাজার এলাকার রবি লামা নামের এক যুবককে পাকড়াও করতে যায় পুলিশ। রবি যে বাড়িতে ভাড়া থাকত, সেই বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। কোনওভাবে আগাম খবর পেয়ে পালিয়ে যায় রবি।

থানায় ধৃত ও উদ্ধার হওয়া ক্যাপসুল।

অভিযানের সময় বাড়ির ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণে নেশার দ্রব্য উদ্ধার করা হয়, পাশাপাশি বাড়ির পাশে থাকা স্টোররুম থেকেও প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধার করা হয়। মূল অভিযুক্তকে ধরতে না পারলেও পুলিশ ওই বাড়ির ৫৪ বছর বয়সী গৃহকর্ত্রী দুর্গা ছেত্রীকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করে।

পুলিশের মতে, দুর্গাও এই অবৈধ মাদক ব্যবসায় জড়িত। তার বাড়ি থেকে ২৪টি প্লাস্টিকের ব্যাগে মোট ১৭,৬৯৫ পিস ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত মহিলাকে মাদক মামলায় গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বাজির বদলে বিস্ফোরক

(প্রথম পাতার পর)

'কার্বাইড গান' বা 'দেশি ফায়ার ক্র্যাকার গান'-এর হাত ধরে। শিশুরা না বুঝেই এই মারাত্মক বাজি ব্যবহার করেছে। তার ফলশ্রুতিতে এবছরের দীপাবলির পর বাবা-মা এবং চিকিৎসকদের কাছে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে শিশুদের চোখে আঘাতের পরপর ঘটনা। মাত্র তিনদিনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১২৫ জনের বেশি শিশু গুরুতর চোখের আঘাত নিয়ে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১৪ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হল বিদিশা, যেখানে সরকার ১৮ অক্টোবর খাতায়-কলমে নিষেধাজ্ঞা জারির পরেও সত্ত্বেও স্থানীয় বাজারগুলিতে এই হাতে তৈরি 'কার্বাইড গান' প্রকাশ্যে রমরমিয়ে বিক্রি হয়েছে। এই অস্থায়ী ডিভাইসগুলি দেখতে খেলনার মতো, দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে, কিন্তু এগুলি বোমার মতো ফাটতে থাকে। চোখে লাগলেই মারাত্মক ক্ষতি।

বেআইনি বাজি ব্যবহারে দৃষ্টি হারিয়ে মধ্যপ্রদেশের হামিদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সতেরো বছরের কিশোরী নেহা। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে জানায়, দীপাবলি উপলক্ষে কার্বাইড গান কিনেছিলাম। যখন এটা ফেটে যায়, আমার একটা চোখ পুরোপুরি পুড়ে যায়। এখন আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চিকিৎসাধীন আরেক কিশোর রাজ বিশ্বকর্মা স্বীকার করেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখে বাড়িতে ফায়ার ক্র্যাকার গান বানানোর চেষ্টা করেছিল সে। সেটি মুখে ফেটে যায় এবং তার ফলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। একাধিক অভিযোগ আসার পর এখন নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। অবৈধ বিক্রির জন্য বিদিশা পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে। ইন্সপেক্টর আর কে মিশ্র জানিয়েছেন, যারা এই কার্বাইড গান বিক্রি বা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর এবং গোয়ালিয়রের হাসপাতালগুলিতে চোখের বিভাগ এখন এই বন্দুকের আঘাতে আহত অল্পবয়সী রোগীদের ভিড়ে ভর্তি। শুধু ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালেই ৭২ ঘণ্টায় ২৬ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। ডাক্তাররা স্পষ্ট ভাষায় অভিভাবকদের সতর্ক করে বলছেন—এটি কোনও খেলনা নয়, এটি একটি ঘরে তৈরি বিস্ফোরক। হামিদিয়া হাসপাতালের সিএমএইচও ডাঃ মণীশ শর্মা বলেছেন, এই ডিভাইস সরাসরি চোখে আঘাত করে। বিস্ফোরণের ফলে ধাতব টুকরোগুলি এবং কার্বাইডের বাষ্প নির্গত হয় যা রেটিনা পুড়িয়ে দেয়। আমরা এমন বেশ কয়েকটি কেস দেখছি যেখানে শিশুদের অক্ষিগোলক ফেটে গেছে, যা স্থায়ী অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু রোগীর আইসিইউতে চিকিৎসা চলছে এবং অনেকেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কাকদ্বীপের চক্রান্ত ফাঁস

(প্রথম পাতার পর)

ধৃত যুবক আসলে বিজেপিরই সক্রিয় সদস্য! বাংলার সম্প্রীতি নষ্টের জন্য বিজেপির ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাওয়ায় তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, কাকদ্বীপের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিজেপি নেতারা ঘটনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক প্ররোচনামূলক রং চড়ালেন। কিন্তু দেখা গেল অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই অসভ্যতা যে করেছে, তার নাম নারায়ণ হালদার। স্থানীয় সূত্রে খবর, সে বিজেপির যুব মোর্চার সঙ্গে যুক্ত! এখন সে মত্ত অবস্থায় নিজেই এ-কাজ করেছে নাকি বিজেপির কেউ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, যাতে ধর্মের রাজনীতি করা যায়, সেটা পুলিশ দেখছে।

বৃহস্পতিবার সুন্দরবন পুলিশ জেলার তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, বুধবার তদন্তে নেমে প্রযুক্তিগত প্রমাণ ও বিভিন্ন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে জানা যায়, নারায়ণ হালদার নামে এক যুবক এর সঙ্গে জড়িত। তারপর রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উনি দোষ স্বীকার করেন। মদ্যপ অবস্থায় তিনিই মূর্তি ভেঙেছেন বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তিনি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, বুধবার বিকেলে পুজো কমিটির তরফে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে প্রথমে ঠিক হয়েছিল, কমিটি প্রতিমা বিসর্জনের পর অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রচুর অবাঞ্ছিত বহিরাগত সেখানে ঢুকে পড়ে এবং কালীমূর্তি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অনেক অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে যায়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে পুলিশের উপর পাল্টা ইটবৃষ্টি শুরু করে। তখন কালী মায়ের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই। ইটবৃষ্টি থেকে বাঁচাতে কালীমূর্তিটিকে নিরাপদভাবে প্রিজন ভ্যানে তুলে নেওয়া হয়। কারণ, সেইসময় অন্য কোনও সুরক্ষিত গাড়ি আশপাশে ছিল না। আমরা যা করেছি, মা কালীর সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করে শান্তি বজায় রাখার জন্য করেছি। এই নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াবেন না! গুজবে কান দেবেন না।

স্নেহের আলোয় উদ্ভাসিত সূর্যোদয় মূক ও বধির হোম

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

ভাই-বোনের চিরন্তন বন্ধন উদযাপন ও ভালবাসার উৎসব ভাইফোঁটা। রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সূর্যোদয় মূক ও বধির হোমে এই উৎসব পালিত হল প্রতিবারের মতোই। ওরা কথা বলতে পারে না, কেউ বা শুনতেও পায় না। তাদের মুখেও আজ নিজের ভাই-বোন পাওয়ার আনন্দ। সকাল সকাল সেজেগুজে হোমের মেয়েরা এসেছে হোমের ভাইদের ফোঁটা দিতে। রাজ্য সমাজকল্যাণ দফতর পরিচালিত এই হোমের আবাসিকদের পরিবার থেকে দূরে, চার দেওয়ালের ভেতরেই কাটে সারা বছর। কিন্তু এই একদিন, ভাইফোঁটার দিনে, মনখুলে হাসে ওরা। নিজেদের মতো করে উপভোগ করে ভাই-বোনের এই পবিত্র উৎসব। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল সেজেগুজে হোমের মেয়েরা উপস্থিত হয় বালক আবাসনে। ছোট্ট হাতে তারা ভাইদের কপালে ফোঁটা দেয়, করে দীর্ঘায়ু কামনা। চলে মিষ্টিমুখ। হোমের অধ্যক্ষ পার্থসারথি দাস জানান, প্রতিবছরই তাঁরা মানবিক দিক থেকে এই উৎসবের আয়োজন করেন। এদিন বিশেষ মেনুতে ছিল ভাত, মাছ, মাংস, চাটনি, বোঁদে, নিমকি, নাড়ু।

বৃহস্পতিবার বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ মায়ানগরীতে অগ্নিকাণ্ড, যোগেশ্বরী ওয়েস্টের এসভি রোডে অবস্থিত জেএমএস বিজনেস সেন্টারে ধোঁয়া বেরতে দেখলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণের মধ্যে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের অন্তত ১২টি ইঞ্জিন। বহুতলের টপ ফ্লোরে অনেকের আটকে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে

কাজ গুছিয়ে সরিয়ে দিল বিজেপি?

দিল্লিতে এনকাউন্টার খতম বিহারের ৪ মাফিয়া

নয়াদিল্লি : নেপথ্য কি বিজেপি? নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পুলিশকে দিয়ে খতম করিয়ে দিল ৪ মাফিয়াকে? প্রশ্নটা সেখানেই। বিহারের ভোটের আগে রাজধানী দিল্লিতে মাফিয়া-পুলিশ এনকাউন্টার। সিগমা অ্যান্ড কোম্পানি গ্যাংয়ের পান্ডা রঞ্জন পাঠক-সহ চারজনকে বুধবার গভীর রাতে দিল্লির রাজপথে পুলিশ খতম করেছে। এই চারজন হল রঞ্জন পাঠক (২৫),

বিমলেশ সাহানি (২৫), আমন ঠাকুর (২১) ও মণীশ পাঠক (৩৩)। এদের বিরুদ্ধে বিহারে একাধিক খুন, তোলাবাজি, হামলা-অপহরণের অভিযোগ ছিল। এরা খুন করেছিল ব্রহ্মশ্রী সেনার গণেশ বার্মা, মদন শর্মা ও আদিত্য সিংকে। এরা হল সেই ধরনের গ্যাং, যারা খুনের আগেই জানিয়ে দিত এবার তাদের টার্গেট কারা। এই গোষ্ঠীর দাবি, অর্থের জন্য খুন নয়, আমলাতন্ত্রের ভুল নীতি, পুলিশের অত্যাচার এবং গরিবদের উপর শোষণের কারণেই অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছে। ২৫ বছরের রঞ্জন বিহারে কুখ্যাত। ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও নেপাল সীমান্তে তার অপরাধজগৎ। বুধবার রাত দুটো নাগাদ বাহাদুর শা মার্গ থেকে পুলিশের সঙ্গে এই গ্যাংয়ের এনকাউন্টার শুরু হয়। পুলিশ গাড়ি থামাতে গেলে গুলি চালালে পাল্টা গুলিতেই তাদের মৃত্যু হয়। নিহতরা খুন, বেআইনি অস্ত্র রাখা-সহ একাধিক মামলার অভিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে আবার রঞ্জন পাঠক ও বিমলেশ সাহানির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা ছিল। বিহারের ভোটে এদেরকেই কাজে লাগানোর ছক ছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বিজেপি এদের প্রথমদিকে ব্যবহার করলেও পরে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিল না এই মাফিয়া গোষ্ঠীকে। সেই কারণেই মরতে হল ৪ জনকে।

যোগীরাজ্যে পোষা কুকুরকে ঢিল ছোঁড়ার ‘শাস্তি’

বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বিষ খাইয়ে পিটিয়ে খুন করা হল কিশোরকে

লখনউ: কী ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে যোগীরাজ্যের নির্মমতা! কুকুরের তাড়া খেয়ে ভয় পেয়ে গিয়ে কুকুরটিকে ঢিল ছুঁড়েছিল ১৪ বছরের এক কিশোর। বদলা নিতে সেই কিশোরকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নির্মম অত্যাচার চালাল কুকুরের মালিক। তাকে প্রচণ্ড মারধর করে বিষ খাইয়ে বিদ্যুতের শক দিয়ে খুন করল ক্রুদ্ধ মালিক। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে। ১৪ বছরের কিশোরের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে উন্নাও সহ গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, সব জেনেও প্রভাবশালী তকমা থাকায় পুলিশ কুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে ইতস্তত করছে। কাউকে গ্রেফতার করেনি এখনও। নিহত কিশোরের মায়ের অভিযোগ, নিজেকে গ্যাংস্টার হিসেবে জাহির করে অভিযুক্ত।

মৃতের নাম ঋত্বিক যাদব। ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ‘রামকথা’ শুনে বাড়ি ফিরছিল ঋত্বিক। আচমকাই তাকে তাড়া করে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বম্ভর ত্রিপাঠীর পোষা কুকুর। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়ে কুকুরটিকে ঢিল ছুঁড়ে কোনওরকমে বাড়ি পালিয়ে আসে সে। কিন্তু এর পরিণতি যে এমন ভয়ঙ্কর হবে তা কল্পনারও অতীত। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার কুকুরকে ঢিল মারার বদলা নিতে ছেলে এবং বন্ধুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করে বিশ্বম্ভর। পরের দিনই তারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় কিশোরটিকে। তারপরে অপহরণের পালা। কুকুরকে ঢিল মারার ‘অপরাধে’ ঋত্বিকের উপরে শুরু হয় নৃশংস অত্যাচার। মারধর করে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মুখে ঢেলে দেওয়া হয় বিষ। কয়েকজন এলাকাবাসী খবর পেয়ে উদ্ধার করে ঋত্বিককে। দ্রুত নিয়ে যায় হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বাঁচানো যায়নি কিশোরটিকে।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সমাজবাদী পার্টি নেতা রাজেশ যাদব। নিহত কিশোরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সাফ জানিয়েছেন, যোগীর পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে দলের সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের নির্দেশ নিয়ে পথে নামবেন তাঁরা।

সারোগেসির নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা

হায়দরাবাদে শিশু বিক্রি ৪০ লক্ষ টাকায়

হায়দারাবাদ: ভয়ঙ্কর ঘটনা তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। ফাঁস হয়ে গেল সারোগেসি বা আইভিএফের আড়ালে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। ৪০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে এক একটি শিশুসন্তান। হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে চক্রের পান্ডা এক ডাক্তারকে। অভিযুক্ত ডাঃ এ নম্রতা একটি ফার্টিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা। আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ধৃত চিকিৎসককে লাগাতার জেরা করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। স্ক্যানারে ফার্টিলিটি সেন্টারের যাবতীয় লেনদেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতারণা, বেআইনি সারোগেসি এবং নবজাতক বিক্রির ব্যবসা চলছিল ওই ক্লিনিককে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন উঠেছে, সে রাজ্যের সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েও। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে চিকিৎসক, এজেন্ট এবং টেকনিশিয়ান-সহ মোট ২৪ জনকে।

২০১৯ সাল থেকে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে হায়দরাবাদের ওই ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিঃসন্তান দম্পতিদের প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া হত কোটি কোটি টাকা। সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ, গরিব মহিলাদের কাছ থেকে খুবই সামান্য টাকার বিনিময়ে তাঁদের সন্তান কিনে নেওয়ার পরে সেই সন্তানকে বিক্রি করা হত অকল্পনীয় চড়া দামে। দাম উঠত ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ডিএনএ রিপোর্টেও জাল করত ওই ক্লিনিক। হায়দরাবাদ, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম-সহ তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল এই দুর্নীতিচক্রের নেটওয়ার্ক। ২০২১ সালে ওই ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিল করেও রোখা যায়নি ওই চক্রকে। গত মাসে মোট ৯টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত প্রচুর নথি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।

বিহারের মহাগঠবন্ধনে মুখ্যমন্ত্রী পদে সর্বসম্মত মুখ তেজস্বী যাদবই

পাটনা: নেই কোনও জটিলতা। নেই কোনও বিতর্কও। বিহারে মহাগঠবন্ধনের মুখ তেজস্বী যাদবই। যাবতীয় মনোমালিন্য দূরে সরিয়ে রেখে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল মহাগঠবন্ধন। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত আসার পরেই ঘোষণা করা হয় তেজস্বীর নাম। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ভিআইপি পার্টির মুকেশ সাহানির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাটনায় যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। কংগ্রেস, বাম-সহ জোটের সবপক্ষের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েই তেজস্বী যাদব এনডিএকে তোপ দেগে বলেন, ওদের নেতা কে? কোনও ভিশন স্পষ্ট নয় এনডিএ জোটের। কোনও অ্যাজেন্ডাও ঘোষণা করা হয়নি। তাঁর কথায়, এটা কেবল আমার লড়াই নয়, বিহারের যুবসমাজের লড়াই। তিনি জানান, জীবিকা দিদি হিসেবে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি পাকা করা হবে।

অবাক গেরুয়ারাজ্য

দেরাদুন: এই হল গেরুয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল। প্রসবের পরে পেটের মধ্যে যে ব্যান্ডেজ পড়ে রইল, হুঁশই নেই সার্জনের। তারই উপরে করে দেওয়া হল সেলাই। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু হল জ্যোতি পাল নামে ২৬ বছর বয়সের ওই প্রসূতির। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে।

অল্পের জন্য রক্ষা

নয়াদিল্লি: অল্পের জন্য বেঁচে গেল দিল্লি থেকে পাটনাগামী স্পাইসজেটের বিমান। বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৪১ মিনিটে আকাশে ওড়ার পরেই দেখা দিল যান্ত্রিক ত্রুটি। কাঁপতে শুরু করল বিমান। তড়িঘড়ি করে পাইলট দিল্লিতে ফেরালেন বিমানটি।

ভয়াবহ বিস্ফোরণ রেললাইনে

গুয়াহাটি: নাশকতা, নাকি অন্যকিছু? বুধবার রাতে অসমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কোকরাঝাড় ও সালাকাঠি স্টেশনের মধ্যে রেললাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আপ লাইনের একটা অংশ উড়ে যায়। এদিন রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। নাশকতার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হলেও বৃহস্পতিবার সকাল ৫.২৫টা নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বিস্ফোরণের পরেই আরপিএফ, জিআরপি ও স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রেলের তরফে ঘটনার বিশদে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এখনও এই বিস্ফোরণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বিস্ফোরণের জেরে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর-পূর্বের একাধিক ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। আশপাশের স্টেশনগুলিতে বেশ কয়েকটি ট্রেন থামানো হয় যার ফলে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণের পরেই রেল বিভাগ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করে। এই হামলার পেছনে কে বা কারা, তা নিয়ে কর্মকর্তারা এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি, তবে এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

কনটেন্ট ব্লকিং আইনে পরিবর্তন

নয়াদিল্লি: নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই সোশ্যাল মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করার জন্য একের পর এক নয়া বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। কনটেন্ট ব্লকিং আইনে আনা হচ্ছে পরিবর্তন। এবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কনটেন্ট সরানোর নিয়মে সংশোধনী আনছে কেন্দ্র। নতুন নিয়মে ‘ব্লক’ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবেন শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই। জানিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। পুলিশের বিভাগের ক্ষেত্রে ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসারই নোটিশ জারি করতে পারবেন।

এসআইআর, লক্ষ রাখছে তৃণমূল

নয়াদিল্লি: এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এ-ব্যাপারে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বাংলায় এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবে তৃণমূল। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দিল্লিতে দু’দিন ধরে বৈঠক করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বৃহস্পতিবার এই বৈঠকের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে আগামী বছর বিধানসভা ভোট আছে এমন পাঁচটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পন্ডিচেরিতে আগামী বছর বিধানসভা ভোট। এই বিষয় মাথায় রেখেই এই রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আলাদা বৈঠকে কমিশনের ফুল বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আগামী মাস থেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে শুরু করা হতে পারে এসআইআর। তার আগে সেখানকার ভোটার তালিকার পরিস্থিতি কী সেই বিষয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের থেকেই এদিন যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

দেশ বিদেশ
24 October, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেরিকায় মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে তিনজনকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ এক ভারতীয় যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনো কাউন্টির রাস্তায় ঘটেছে। ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ। ধৃতের নাম জশনপ্রীত সিং

নিষেধাজ্ঞার ধাক্কায় নীতি পরিবর্তন

এবার কি রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমাতে চলেছে ভারত?

নয়াদিল্লি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের নতুন নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারত তাদের সবচেয়ে বড় তেল সরবরাহকারী রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর পরিকল্পনা করছে। সরকারি সূত্রের খবর, ভারতের সবচেয়ে বড় বেসরকারি রুশ তেল ক্রেতা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হয়তো রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দেবে বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। সরকারি শোধন সংস্থাগুলো নিয়ম মেনে চলার জন্য তাদের কেনার পরিকল্পনা খতিয়ে দেখছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকা এবং তার বন্ধুরা রাশিয়ার বড় তেল সংস্থা রোজনেফট এবং লুকোইল-এর উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও তাদের উপর ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতের রুশ তেল আমদানি পর্যালোচনার খবরে বৃহস্পতিবার অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৩% বেড়ে যায়।

ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার্স ব্যারেল প্রতি ১.৯৪ ডলার বা ৩.১% বেড়ে ৬৪.৫৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ইউএস ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুড ১.৮৯ ডলার বা ৩.২% বেড়ে ৬০.৩৯ ডলারে পৌঁছেছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং রুশ রফতানি হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এই আশঙ্কাই দাম বাড়ার প্রধান কারণ। ব্যবসায়ীরা ভয় পাচ্ছেন যে এই কড়া নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী তেলের সরবরাহে সমস্যা হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত যদি আমেরিকার চাপে রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দেয়, তবে ভারত হয়তো এখন মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে তেল কেনার দিকে ঝুঁকবে। এর ফলে মার্কিন তেলের চাহিদাও বাড়তে পারে। তবে এর পাশাপাশি কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে তেলের দামের এই বৃদ্ধি হয়তো শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। তারা বলছেন, রাশিয়ার উপর অতীতের নিষেধাজ্ঞাগুলি তাদের তেলের উৎপাদন বা আয়কে খুব বেশি কমাতে পারেনি। চিন এবং ভারতের মতো কিছু ক্রেতা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রুশ তেল কেনা চালিয়ে যাচ্ছিল। এখন ব্যবসায়ীরা তিনটি প্রধান বিষয়ের দিকে নজর রাখছেন। তা হল, ওপেকভুক্ত দেশগুলি কতটা তেল উৎপাদন করছে, চিন কতটা তেল মজুত করছে এবং ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন হয়।

রোবট দিয়ে কাজ হবে, অ্যামাজনে ৫ লক্ষ কর্মীছাঁটাই!

ওয়াশিংটন: প্রযুক্তির ধাক্কায় কাজ হারানোর পথে লক্ষাধিক কর্মী। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামাজন সংস্থায় কর্মচ্যুতির এই আশঙ্কা ভবিষ্যতের জন্য বড় বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভারত-সহ সারা বিশ্বেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রয়োগ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অসংখ্য মানুষের রুজি-রুটি কেড়ে নিচ্ছে। বিশ্বের প্রথম সারির সংস্থা অ্যামাজনে অদূর ভবিষ্যতে শুধু আমেরিকাতেই কাজ হারাতে পারেন ৫ লক্ষ কর্মী। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাতে উঠে এসেছে গোটা বিশ্বে কর্মসংস্থানের এক আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের ছবি। বলা হয়েছে, খরচ কমানো এবং মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা সামনে রেখে অন্তত ৫ লক্ষ চাকরি মানুষের বদলে রোবট ব্যবহার করে করার পরিকল্পনা নিয়েছে অ্যামাজন সংস্থা। ২০৩৩ সালের মধ্যেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। এর ফলে খোদ মার্কিন মুলুকেই লক্ষাধিক কর্মী ছাটাই হবে। শুধু অ্যামাজনই নয়, রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শীর্ষস্থানীয় একাধিক বহুজাতিক সংস্থাই বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করবে।

পরিকল্পনা ঘিরে উদ্বেগ

আমেরিকায় অ্যামাজন সংস্থা মানবসম্পদ ব্যবহারের নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছে। এই মুহূর্তে ১.২ মিলিয়ন কর্মী এই সংস্থায় কর্মরত। ব্যবসার প্রয়োজনে আরও ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল ২০২৭ সালের মধ্যে। কিন্তু সংস্থার সর্বশেষ পরিকল্পনা হল রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মী ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে প্রায় ৩০ শতাংশ খরচ কমানো। মানুষের কাজ যখন রোবট দিয়েই হয়ে যাবে তখন নতুন নিয়োগ তো দূর, বর্তমান কর্মীদেরও ব্যাপক হারে ছাঁটাই করবে অ্যামাজন।

ভোট-খয়রাতিতে এগিয়ে বিজেপিই

নয়াদিল্লি: ভোটের আগে খয়রাতির রাজনীতিতে সবচেয়ে এগিয়ে বিজেপি রাজ্যগুলিই। গত দু'বছরে বিভিন্ন ভোটের আগে খয়রাতির প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। বাংলার বিজেপি নেতারা তৃণমূলের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে গলা ফাটালেও বাস্তব তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি শাসিত রাজ্যেগুলিই খয়রাতির রাজনীতিতে প্রথম সারিতে আছে।

দেখা যাচ্ছে, সরকারি প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে বিজেপি। এরমধ্যে ভোটমুখী বিহারে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ জোট ঢালাও অর্থ ব্যয়ের ঘোষণা করেছে সরকারি প্রকল্পের নামে। একইভাবে মহারাষ্ট্রে সবথেকে বেশি অর্থ খরচ করেছে বিজেপি। অর্থ খরচের নিরিখে বিহার দ্বিতীয় স্থানে আছে। গত দু'বছরে বিভিন্ন রাজ্য মিলিয়ে বিজেপি খরচ করেছে ৬৭,৯২৮ কোটি টাকা। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ১৯,৩৩৩ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করছে এনডিএ জোট। যা বিহারের রাজস্ব বাবদ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এর আগে লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে এনডিএ শিবিরের ভরাডুবির পরে মহাজুটি ভোটারদের মন টানতে ২৩,৩০০ কোটি দেদার অর্থ খরচ করেছে বিজেপি। এর মধ্যে সবথেকে বেশি 'লাডকি বাহিন' প্রকল্প। মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোট সরকারের দু'বছরের মধ্যেই এই প্রকল্প আর্থিক কারণে বন্ধ হওয়ার মুখে। একইভাবে ছত্তিশগড়ে বিজেপি ভোটে জিততে মরিয়া বিজেপি অর্থ খরচ করেছিল দেদার। ২০২৩ সালে মধ্যপ্রদেশে মোদি সরকার রাজস্বের প্রায় ১০.২৭ শতাংশ ব্যয় করেছিল। দিল্লিতেও ভোটের আগে মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা বাবদ বিপুল অর্থ খরচ করেছিল বিজেপি।

১৩ নভেম্বর রায় ঘোষণা শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা দিতে মরিয়া ইউনুস সরকার

বাংলাদেশ: সাজানো মামলায় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা মুজিবকন্যা শেখ হাসিনাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে মরিয়া ইউনুস সরকার। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আগামী ১৩ নভেম্বর রায় ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধদমন আদালত। ওইদিন জুলাই বিপ্লবের ৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবেন বিচারকরা। শেখ হাসিনা ছাড়া মামলার অপর দুই অভিযুক্ত হলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের তৎকালীন আইজিপি আবদুল্লা আল-মামুন। এরমধ্যে প্রাক্তন আইজিপি নিজের অপরাধ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে এই মামলার শুনানি শেষ হয়। ইউনুস সরকারের পক্ষে হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসিই চাওয়া হয়। বর্তমানে নয়াদিল্লিতে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন হাসিনা।

বাড়ি ঢুকে গণধর্ষণ বেঙ্গালুরুতে

(প্রথম পাতার পর)

২৫ হাজার টাকা নগদ ও দু'টি মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বেঙ্গালুরু (রুরাল) পুলিশ সুপার সিকে বাবা জানান, রাত সাড়ে ৯টা থেকে রাত ১২টা ১৫-এর মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে এসপি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনটি বিশেষ দলও গঠিত হয়েছে। কার্তিক, গ্লেন ভার্গিস ও সুয়োগা নামে ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ২২ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বাকিদের তল্লাশি চলছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার ওই তরুণী বিউটি পার্লারে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপির এজেন্সি পলিটিক্স ফাঁস করে দিলেন সিবিআই অফিসারই

(প্রথম পাতার পর)

আমাকে বলা হয়েছিল তৃণমূলকে হেনস্থা করার জন্য। প্রেসার দেওয়া হচ্ছিল এই নেতাকে ডাকো, ওই নেতাকে ডাকো। শুধু ডাকাই নয়, গ্রেফতার করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল! আরে প্রমাণ থাকলে তবে তো অভিযুক্তদের ডাকাডাকি করা যায়! বারবার বলেছিলাম, প্রমাণ ছাড়া আমি কিচ্ছু করতে পারব না। ম্যাথিউ স্যামুয়েলের দেওয়া সমস্ত তথ্য মিথ্যা ছিল। ওসব জাল প্রমাণ কোথাও টেকানো যায় না। পেনড্রাইভের এভিডেন্স কতদূর বিশ্বাসযোগ্য? যে কোনও আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করে নিন। আদালত পেনড্রাইভের এভিডেন্স মানতে চায় না। এসব দিয়ে তদন্ত শুরু করা যায়, কিন্তু এর বেশি কিছু করা যায় না। অথচ সিবিআইয়ের তরফে চাপ দেওয়া হচ্ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ করার। সব থেকে বড় কথা হল, ম্যাথিউ স্যামুয়েল নিজেই এভিডেন্স নষ্ট করেছে। ল্যাপটপ হারিয়ে গেছে ওর। আসল মোবাইল জমা দেয়নি। আরে আমিই তো ওকে ধরে ফেলেছিলাম যে ও আসল মোবাইল জমা দেয়নি। সবটা আমার কেস ডায়েরিতে লেখা আছে। আমার নিজের হাতে লেখা ডিপার্টমেন্টের রেকর্ডে আছে। কিন্তু আমাকে ডিপার্টমেন্ট থেকেই বলা হল, এসব সরাও। এগুলো লিখো না। সাইড করে দাও। যে মোবাইল অ্যাপল কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে জমা রয়েছে, সেই ফোন দিয়ে ওই একই সময়ে স্যামুয়েল কীভাবে স্টিং অপারেশন করল? প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন আইও। সার্ভিস সেন্টারও আমাদের জানিয়েছে, ফোন ওই সময় ওদের কাছেই ছিল। আমি এতটাই বিরক্ত হয়েছিলাম যে, সিবিআইকে স্পষ্ট জানিয়েছিলাম, যা বলছেন সেগুলি লিখিত দিন। জয়েন্ট ডিরেক্টর-ডিরেক্টর মারফত আমার কাছে নির্দেশ আসত। আমি এইচওবি কলকাতাকে বলতাম আমাকে লিখিত নির্দেশ দেওয়ার জন্য। এসব দেখে ওরা বেগতিক বুঝে আমাকে ট্রান্সফার করে দিল। আমাকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়েও দেখি একই অবস্থা। কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। অথচ ওরা আমাকে চার্জশিট দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। তৃণমূলের যে চার মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেটা স্রেফ হেনস্থা করার জন্য। ওদের বিরুদ্ধে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ ছিল না যার ভিত্তিতে চার মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা যায়। স্রেফ চাপ দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

বিজেপি সরাসরি তো আমাকে বলত না। ওরা বলত সিবিআই ডিরেক্টর-জয়েন্ট ডিরেক্টরকে। তারপর এইচওবি হয়ে আমার কাছে নির্দেশ আসত। চাপ দিত। এই কেস সব নির্দেশই বিজেপি দিত। দলবদলু গদ্দার অধিকারীর বিরুদ্ধেও রঞ্জিত কুমার বলছেন, শুভেন্দুর বিরুদ্ধেও তো লোকসভায় বিভাগীয় তদন্ত চলছে। এখনও কেন তার নিষ্পত্তি হল না? মজার ঘটনা হল শুভেন্দু যেই বিজেপিতে গেল সিবিআই বলল, ওকে ছেড়ে দাও। এইসব নাটক চলছিল। আমি এ-জিনিস মানতে পারছিলাম না। আমারও কলকাতা থেকে মন উঠে গেছিল। এইসব অন্যায় দেখে আমিও আর থাকতে চাইছিলাম না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুরু হয়েছে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'ওয়েটিং রুম'-এর শুটিং। মুখ্য ভূমিকায় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এবার কোনও থ্রিলার নয়, এটি নারীশক্তির উদযাপন— রুখে দাঁড়ানো আর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

শেকড়

জোরকদমে শুরু হয়েছে পরিচালক ব্রাত্য বসুর দ্বিতীয় ছবি 'শেকড়'- এর শুটিং। 'হুব্বা'র মতো ক্রাইম থ্রিলার ঘরানার ছবির পর এবার তিনি একটু ভিন্নস্বাদের সাহিত্যধর্মী গল্পের দিকে ঝুঁকলেন। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী ও সীমা বিশ্বাস। এই ছবির মাধ্যমে দুই বাংলাকে জুড়লেন পরিচালক। লিখছেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

'শেকড়' ছবির একটি দৃশ্য

বোলপুর শহরের অদূরে নানুরের মোহনপুর, লাভপুর ইত্যাদি জায়গা জুড়ে শুটিং শুরু হয়েছে পরিচালক ব্রাত্য বসুর নতুন ছবি 'শেকড়'-এর। 'হুব্বা'র মতো ক্রাইম থ্রিলার ঘরানার পর এবার সাহিত্যধর্মী সামাজিক, পারিবারিক ভালবাসার, মাটির, সম্পর্কের, সম্প্রীতির গল্প বুনলেন ব্রাত্য বসু। আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া এতগুলো বিষয় একসঙ্গে ক'জন সাহিত্যিকের ভাণ্ডারেই বা মিলবে! বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি ছোট গল্প 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' এবং 'দাদু' অবলম্বনে এই ছবির কাঠামো তৈরি হয়েছে। এখানে তিনটে প্রজন্মের গল্প বলবেন পরিচালক। ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সীমা বিশ্বাস। পরিচালক ব্রাত্য বসু তাঁর ছবি 'শেকড়' সম্পর্কে বললেন, ''আমি মনে করি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য চিরন্তন সেই কারণে আমি তাঁর দুটো গল্পকে এই সময়ে অর্থাৎ ২০২৫ সালে নিয়ে এসেছি। দুটো কাঠামোকে ভেঙেচুরে একত্রে মেলানো তারপর এই সময়ের আঙ্গিকে গড়ে তোলা হয়েছে। রেসিপি দুটো প্রাচীন কিন্তু খাবারটা এই সময়ের। খুব চ্যালেঞ্জিং পুরো বিষয়টা। নতুন চরিত্র, নতুন নতুন সিচুয়েশন আনা হয়েছে এবং দুটো গল্পকে এক করে তোলা হয়েছে। ছবিতে তিনটে প্রজন্ম রয়েছে। একজন বৃদ্ধা এবং একজন বৃদ্ধ, যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন সীমা বিশ্বাস এবং লোকনাথ দে। তাঁদের কেন্দ্র করে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম। বাবা-ছেলের সম্পর্ক। কী গল্প তা আর পুরোপুরি বলছি না তবে এই গল্প ভালবাসার এবং প্রেমের। যেখানে প্রকৃতি, নারী, পুরুষ সব মিশে রয়েছে।

এখন এই যে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ক্যাকোফনি চলছে, ট্রোলিং বাড়ছে, ভায়োলেন্স বাড়ছে, এই যে সামাজিক চিৎকার চলছে, সেটা মানুষের আত্মাকে কোথাও ক্ষইয়ে দিচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা মানবিকতার গল্প বলতে চেয়েছি। বিভূতিভূষণের লেখায় অসম্ভব মানবিক আবেদন থাকে। ছবিতে দেখাতে চেয়েছি এটাই যে, সব খারাপ, হিংস্রতা দূরে গিয়ে একটা সময় মানুষের ভালবাসা জয়ী হয়।''

শুটিং-এ পরিচালক

'শেকড়' ছবিতে অঙ্গনা রায়, সীমা বিশ্বাস ও লোকনাথ দে

এই ছবির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচালক অরিন্দম শীলের 'কর্পূর'-এর পর প্রখ্যাত রাজনীতিক, সাহিত্যিক এবং অভিনেতা কুণাল ঘোষের এটি দ্বিতীয় ছবি। 'শেকড়'-এ আবার তাঁকে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। 'কর্পূর'-এও তিনি ছিলেন রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে। আবার এখানেও তিনি সাজিরহাটের দাপুটে নেতা গোপাল ঘোষ। যাঁকে সবাই মেজদা বলে ডাকে। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা কুণাল ঘোষ বললেন, ''প্রথম থেকেই আমি সিনেমা-থিয়েটারের ভক্ত। গল্পটা জব্বর বানিয়েছে ব্রাত্য। বিভূতিভূষণের দুটো গল্প মিলিয়ে একটা সমকালীন স্কেচ তৈরি করা হয়েছে। এখনই এর থেকে বেশি কিছু বলছি না। আশা করি এই ছবি দর্শকদের ভাল লাগবে।''

'শেকড়' ছবিতে অভিনেতা কুণাল ঘোষ

এই ছবির অন্যতম অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী সম্পর্কে পরিচালক ব্রাত্য বসু বললেন, ''চঞ্চল চৌধুরী খুবই ভাল অভিনেতা। টেকনিক্যালিটির সঙ্গে ইমোশন, লেন্স— সবটাই বোঝে। ওপার বাংলার খুব নামকরা অভিনেতা, এপার বাংলাতেও জনপ্রিয়। তাই আমি আশাবাদী।''

এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ব্রাত্য বসু, সংলাপ লিখেছেন স্বয়ং পরিচালকই। তাঁকে সংলাপে সাহায্য করেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। ছবির অন্যতম অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী আবেগমথিত হয়ে জানালেন, ''অনেক আগে থেকে ব্রাত্যদাকে চিনি। প্রথমে আমি তাঁর অভিনয়ের ভক্ত। ওঁর পরিচালনার কাজও দেখেছি। উনি আমাকে একবার একটা অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ায় বলেছিলেন আমাকে নিয়ে কাজ করতে চান। আমি সত্যি খুব উৎসাহী ছিলাম এবং 'শেকড়' ছবি দিয়ে সেটা সম্ভব হল। এটা অনেক আনন্দের এবং ভাললাগার। 'শেকড়' ছবির বিস্তৃতিটা আমার কাছে অনেক বেশি কারণ প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা 'শেকড়' থাকে। কোনও মানুষেরই সেটা ভুলে যাওয়া উচিত না। আমি যেখানে জন্মেছি, যাঁদের সান্নিধ্যে বড় হয়েছি, আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তাঁদের অস্বীকার করা যায় না। বোলপুর, শান্তিনিকেতন— যেখানে এই ছবির শুটিং হচ্ছে সেখানে আসার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল যা আজ পূরণ হল। আমি সৌভাগ্যবান যে শুধু এলামই না এখানে শুটিংও করলাম। যাঁদের সঙ্গে কাজ করছি তাঁদের সবার শেকড় হল মঞ্চ। ফলে ভীষণভাবে বুঝতে পারছি একে অপরকে। দুর্দান্ত একটা টিম ওয়ার্ক চলছে। ব্রাত্যদার সঙ্গে আমার ভাবনার জায়গাটায় খুব মিল পাচ্ছি যেটা আরও ভাল লাগছে।''

ছবিতে চঞ্চল চৌধুরীর চরিত্রের নাম ইন্দ্র। সে কারখানায় কাজ করে। তার বাবা স্মৃতিভ্রংশের অসুখে ভুগছেন। ইন্দ্রর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছেন মঞ্চের নামকরা অভিনেতা লোকনাথ দে। তিনি বড়পর্দাতেও যথেষ্ট পরিচিত মুখ। তাঁকে এখানে প্রস্থেটিক মেকআপে দেখা যাবে। মেকআপ করেছেন সোমনাথ কুণ্ডু। এই প্রসঙ্গে লোকনাথ দে বললেন, ''বাড়ির দেওয়ালে আটকে থাকার মতো একটা চরিত্র আমার এই ছবিতে। মাটির খুব কাছের। মঞ্চে প্রস্থেটিক মেকআপের সুযোগ নেই, খরচসাপেক্ষ তাই করা হয়ে ওঠে না তবে বড়পর্দায় এটা সম্ভব হয়। খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে এই কাজটা করে। সোমনাথদা যখন সাজিয়ে তুলছে সেটাই দেখছি অবাক হয়ে। এছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন পৌলোমী বসু, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, ঋদ্ধি সেন, অঙ্গনা রায়, অনসূয়া মজুমদার, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় এবং আরেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নারায়ণ গোস্বামী।

ছবির প্রযোজনায় ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন এবং উল্কি এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড।

পরিচালক ব্রাত্য বসুর সঙ্গে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী

মাঠে ময়দানে

24 October, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে সিঙ্গলস নেওয়া নিয়ে তর্কে জড়ালেন রোহিত ও শ্রেয়স

স্মৃতি-প্রতিকার সেঞ্চুরিতে শেষ চারে

ভারত ৩৪০-৩ (৪৯ ওভার)
নিউজিল্যান্ড ২৭১-৮ (৪৪ ওভার)
(ডিএলএসে লক্ষ্য ছিল ৪৪ ওভারে ৩২৫)

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দাপটে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েই মেয়েদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। সৌজন্যে দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতিকা রাওয়ালের জোড়া সেঞ্চুরি। ভারতের ৪৯ ওভারে করা ৩৪০ রানের বিশাল স্কোর ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে নিউজিল্যান্ডের সামনে জয়ের জন্য পরিবর্তিত টার্গেট রাখে ৪৪ ওভারে ৩২৫ রানের। জবাবে কিউয়ি মেয়েরা ৪৪ ওভারে করে ৮ উইকেটে ২৭১। বল হাতে ক্রান্তি গৌড়, রেণুকা সিংরা নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের ৫৩ রান দূরে থামিয়ে দেন। এদিনের জয়ের পর ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট ভারতের। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে ভারত হারলে এবং নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা জিতলেও হরমনপ্রীত কৌরদের পয়েন্ট ও নেট রানরেটে কেউ টপকাতে পারবে না। বেশি ম্যাচ জেতার সুবাদে চতুর্থ দল হিসেবে শেষ চার নিশ্চিত করল ভারত। সেমিফাইনালে বাকি তিন দল দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে উঠতে হলে নিউজিল্যান্ডকে হারাতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা সামলে নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠলেন দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতিকা রাওয়াল। দু'জনের জোড়া সেঞ্চুরির সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ভারত সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি রান করে। স্মৃতি ও প্রতিকার জুটিতে তৈরি হল ৯টি নজির। যার মধ্যে পাঁচটি বিশ্বরেকর্ড। মেয়েদের ওয়ান ডে-তে ওপেনার হিসেবে স্মৃতির ৫১৮৬ রান। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের ৫০৮৮ রান টপকে বিশ্বরেকর্ড। মেয়েদের ওয়ান ডে-তে দ্রুততম ১০০০ রানের মাইলফলক প্রতিকার। ছুঁলেন অস্ট্রেলিয়ার লিন্ডসে রিলারের বিশ্বরেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭টি সেঞ্চুরি করে স্মৃতি স্পর্শ করলেন মেগ ল্যানিংয়ের বিশ্বরেকর্ড। এছাড়াও ওয়ান ডে-তে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক ৩১ ছক্কা এবং ৫টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে স্মৃতির বিশ্বরেকর্ড।

সেঞ্চুরির পর স্মৃতি ও প্রতিকা। বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ে।

৪৮ ওভারে ২ উইকেটে ৩২৯ রান করার পর বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ রাখতে হওয়ায় আম্পায়াররা সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ হবে ৪৯ ওভারের। শেষ পর্যন্ত ৪৯ ওভারে ভারত করে ৩ উইকেটে ৩৪০। মেয়েদের বিশ্বকাপে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর। তবে ফের বৃষ্টির কারণে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে নিউজিল্যান্ডের সামনে পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৪ ওভারে ৩২৫।

এদিন শুরুটা সাবধানে করলেও ম্যাচ যত এগিয়েছে ততই আগ্রাসী মেজাজে দেখা গিয়েছে দুই ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি এবং প্রতিকাকে। অভিজ্ঞ মান্ধানাই কিউয়ি বোলারদের আক্রমণের মূল দায়িত্ব নেন। ওপেনিং জুটিতে তাঁরা তুলে ফেলেন ২১২ রান। মাত্র ৯৫ বলে ১০৯ রান করেন স্মৃতি। মারেন ১০ টি চার এবং ৪টি ছক্কা। মান্ধানা ফিরে যাওয়ার পর আগ্রাসী ব্যাটিং করেন প্রতিকা। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৩৪ বলে ১২২ রানের ইনিংস। ১৩টি বাউন্ডারির পাশাপাশি দু'টি ছয় হাঁকান প্রতিকা।

ফর্ম হাতড়ে বেড়ানো জেমাইমা রডরিগেজকে এদিন দলে ফেরানো হয়। তাঁকে ব্যাটিং অর্ডারে তিনে তুলে আনা হয়। দ্রুত রান তোলার গতি বজায় রেখে ছন্দে ফেরেন জেমাইমা। চার নম্বরে নামা হরমনপ্রীত (১০) বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন। জেমাইমা মাত্র ৫৫ বলে ৭৬ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। মারেন ১১টি বাউন্ডারি। এক বলের জন্য ব্যাট করতে নেমে ৪ রানে অপরাজিত থাকেন রিচা ঘোষ। নিউজিল্যান্ডের কোনও বোলারই সুবিধা করতে পারেননি। জবাবে রেণুকা, ক্রান্তিদের বোলিং কিউয়ি ব্যাটারদের শুরু থেকে চাপে রাখে। ব্রুক হলিডে (৮১) নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন। রেণুকা ও ক্রান্তির ঝুলিতে ২টি করে উইকেট।

রাবাডাদের টেস্ট জয়, পাক দলে বাবর

রাওয়ালপিন্ডি, ২৩ অক্টোবর : ১৮ বছর পর পাকিস্তানে টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে দু'ম্যাচের সিরিজ ১-১ ড্র করলেন কাগিসো রাবাডারা। আগামী মাসে ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তার আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে প্রোটিয়া বাহিনীর। গতকালের ৪ উইকেটে ৯৪ রান হাতে নিয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১৩৮ রানেই। একমাত্র লড়াই করেন বাবর আজম। তিনি সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সাইমন হারমার ৬ উইকেট শিকার করেন। ২ উইকেট নেন আরেক স্পিনার কেশব মহারাজ। এরপর ৩ উইকেটে ৭৩ রান তুলে টেস্ট জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিকে, পাকিস্তানের টি-২০ দলে ফিরলেন বাবর আজম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজ এবং ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে বাবর রয়েছেন।

নির্বাচকদের চাপ বাড়িয়ে সরফরাজের পাশে অশ্বিন

চোট সারিয়ে একটা ম্যাচই খেলেছে, সাফাই বোর্ডের

চেন্নাই, ২৩ অক্টোবর : সরফরাজ খানকে নিয়ে বিতর্ক উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিসিসিআই অবশ্য বলার চেষ্টা করছে যে ওর চোট ছিল। সবে একটা রঞ্জি ম্যাচ খেলেছে। কিন্তু তাতে যে চিঁড়ে ভেজেনি তার প্রমাণ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মন্তব্য। তিনি বলেছেন, সরফরাজের জন্য দরজা বন্ধ মনে হচ্ছে। নির্বাচকরা এটা বোঝাতে চাইছেন যে ওকে অনেক দেখা হয়েছে।

ভারতীয় দল কেন, সরফরাজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এ দলেও সুযোগ পাননি। যা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। একটি টিভি চ্যানেল বিসিসিআই সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, কোয়াড্রিসেপস ইনজুরি থেকে ফিরে সবে রঞ্জিতে ফিরেছেন সরফরাজ। লম্বা সময়ের মধ্যে তিনি শুধু একটাই ম্যাচ খেলেছেন। নির্বাচকরা সরফরাজকে আরও কয়েকটি ম্যাচে দেখে এ দলে ফিরিয়ে আনবেন। এতে একটা জিনিস স্পষ্ট, সরফরাজের বাদ পড়া নিয়ে গোটা দেশে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর চাপে পড়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা।

অশ্বিনের মতো প্রাক্তনরা কিন্তু এইসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। অশ্বিন বলেছেন, দল নির্বাচন আর নির্বাচক ও প্লেয়ারদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরি। মনে আছে বদ্রিনাথ দীর্ঘদিন এ দলে খেলে ও নেতৃত্ব দিয়েও সিনিয়র দলে সুযোগ পায়নি। মনোজ তিওয়ারির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেন বোঝানো হয়েছিল যে

তোমাকে আমরা অনেক দেখেছি। এ দলে আর দেখার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে সিনিয়র দলে ডেকে নেব।

অশ্বিন যোগ করেন, সরফরাজের বেলায় কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না। তাহলে অভিমন্যু ঈশ্বরণের ক্ষেত্রে ওরা কী বলবেন? সরফরাজের জন্য খারাপ লাগছে। ও ওজন কমিয়েছে। রান করছে। ওর শেষ টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরি করেছে। আমি নির্বাচক হলে ওকে নিতাম। এটা দেখে মনে হচ্ছে যে, তোমাকে দেখে নিয়েছি। আর দরকার নেই! এখন সরফরাজ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ভাল করলে বলা হবে ও এতেই ভাল। তাহলে ও কোথায় পারফর্ম করবে? কোথায় নিজের উন্নতি দেখাবে? এতে এই বার্তাই স্পষ্ট যে তোমাকে আর দেখছি না আমরা।

রঞ্জিতে জাদেজা

রাজকোট : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সেরা হয়েছেন। অথচ অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে জায়গা হয়নি রবীন্দ্র জাদেজার। যদিও রবি শাস্ত্রী তাঁকে ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ দলে দেখছেন। সেই জাদেজা অবশ্য বসে নেই। শনিবার থেকে রাজকোটে শুরু হচ্ছে সৌরাষ্ট্র বনাম মধ্যপ্রদেশের রঞ্জি ম্যাচ। আর এই ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন জাদেজা। আগামী মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। তারই প্রস্তুতি হিসাবে খেলবেন তিনি।

নজরে ঈশান

মুম্বই : আইপিএলের ছোট নিলাম রয়েছে চলতি বছরের শেষে। খবর, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে ঈশান কিশানকে কিনতে আগ্রহী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দীর্ঘদিন মুম্বইয়ের হয়ে খেলেছেন ঈশান। তিনি পুরনো দলে ফিরতেই পারেন। তবে কেকেআর ও রাজস্থান রয়্যালসও ঈশানকে নিতে আগ্রহী। তিন দলই হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সরাসরি অর্থের বিনিময়ে অথবা কোনও ক্রিকেটারের বিনিময়ে ঈশানকে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

স্টান্স বদলে লাভই হল আমার : শ্রেয়স

অ্যাডিলেডে শ্রেয়স।

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : পারথে রান পাননি। তবে অ্যাডিলেডে কঠিন পরিস্থিতিতে শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে এসেছে ৭৭ বলে ৬১ রানের ঝকঝকে ইনিংস। এই সিরিজে কিছুটা বুক চিতিয়ে স্টান্স নিচ্ছেন শ্রেয়স। তিনি বলছেন, হঠাৎ করেই টেকনিকে বদল আনিনি। গত এক বছর ধরেই এই স্টান্স নিচ্ছি। এতে বাউন্সি উইকেটে খেলার সময় বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। টেকনিকে এই বদল নিয়ে কোচের সঙ্গেও প্রচুর খেটেছি। লাভবানও হয়েছি। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার স্টান্সে বদল আনলাম। এখন যে কোনও পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব বলেই মনে করি।

এদিন রোহিত শর্মার সঙ্গে ১১৮ রানে জুটি গড়েছেন শ্রেয়স। শুরুতে দু'জনই কিছুটা বাড়তি সতর্ক ছিলেন। শ্রেয়সের বক্তব্য, শুরুর দিকের ওভারে বল পিচে পড়ে বাড়তি সিম করছিল। হ্যাজলউড ওই সময় দুর্দান্ত বোলিং করছিল। আমরা দু'জনেই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করেছি। পাশাপাশি স্ট্রাইক রোটেট করারও চেষ্টা করেছি। আমরা চেয়েছিলাম একটা লম্বা পার্টনারশিপ গড়তে। জানতাম, শুরুর ওভারগুলো সামলে দিতে পারলে পিচ সহজ হয়ে যাবে।

টানা দু'ম্যাচ হেরে সিরিজ হাতছাড়া ভারতের। শ্রেয়স বলছেন, আমরা হতাশ। পারথের প্রথম ম্যাচে বৃষ্টি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিচ ও পরিবেশ ব্যাটিং সহায়ক ছিল না। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে ডু অর ডাই ছিল। কিন্তু শুরুতে দ্রুত দুটো উইকেট পড়ে যাওয়াতে আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে যায়। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে শ্রেয়সের বক্তব্য, প্রথম ম্যাচে রান পাইনি বলে কোনও চাপে ছিলাম না। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ফর্মে ছিলাম। তাই আত্মবিশ্বাস ছিল, রান পাব। ভারত 'এ' দলে খেলার সুবাদে ম্যাচ প্র্যাকটিসও ভালই হয়েছিল।

পাঞ্জাব কিংসের বোলিং কোচ হলেন সাইরাজ বাহুতুলে

বাগানে শিল্ড, গোয়ায় দল

শিল্ডের সামনে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস, সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সহসভাপতি কুণাল ঘোষ-সহ কর্মসমিতির সদস্যরা।

প্রতিবেদন : ১২৫তম আইএফএ শিল্ডের সূচি বেরোনোর পর মোহনবাগান খেলবে কি খেলবে না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ২২ বছর পর ঐতিহ্যবাহী শিল্ড জিতে নিয়েছে মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন শিল্ড এল বাগানে। ক্লাব তাঁবুতে খুশির হাওয়া। ক্লাব লনে প্রদর্শিত হয় ঐতিহ্যের শিল্ড। উৎসবে মেতে ওঠেন সমর্থকরা।

শিল্ড প্রদর্শন শুরুর সময় প্রথামাফিক পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বোস। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি কুণাল ঘোষ, ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ কার্যকরী কমিটির সমস্ত সদস্য। শিল্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন কর্তারা। উৎসব উদযাপনে মিষ্টিমুখও হয়। একইদিনে শিল্ড জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুপার কাপ খেলতে গোয়ায় পৌঁছে গেলেন মোহনবাগান কোচ, ফুটবলাররা। শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে মনবীর সিংরা। এদিন গোয়া পৌঁছে শুধু ওয়ার্ম-আপ করেন ফুটবলাররা।

শিল্ড জয়ের দিন মোহনবাগান ফুটবলারদের আক্ষেপ ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাঁদের জন্য কোনও স্মারক না থাকায়। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, স্মারক আমাদের তৈরি ছিল। কিন্তু কিছু স্মারকে ভুল ছিল। পাঁচজনকে দেব, আর বাকি ছ'জনকে স্মারক দেব না, সেটা তো হয় না! তাই ভুল সংশোধন করে আমরা দু'একদিনের মধ্যেই তা মোহনবাগানকে পাঠিয়ে দেব।

ক্লাবে শিল্ড আসার দিন সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, ব্রিটিশদের হারিয়ে মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জেতে ১৯১১ সালে। শিল্ডের মাধুর্য মোহনবাগান কেন্দ্রিক। তবে আমরা ২০০৩-এর পর বেশি খেলিনি এই টুর্নামেন্ট। ২০২৫-এ শিল্ড যেন নিজের ঘরে ফিরল। ১৯১১-র ব্যাজ শিল্ডে খোদাই করা। এটা আমাদের কাছে স্পেশাল।

উৎসবের আমেজের মধ্যেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মোহনবাগানের দুই শীর্ষকর্তা। সুপার কাপে মাঠ ও ম্যাচের সময়ে মোহনবাগানকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই প্রসঙ্গে সচিব সৃঞ্জয় বোস বলেন, ইস্টবেঙ্গল নিজেদের নিয়ে থাকুক না! নিজেদের ঘর সামলাক। মোহনবাগানের সুবিধা নিয়ে ভেবে তারা কি এগোতে পারবে? সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। খেলতে জানতে হবে। ইস্টবেঙ্গল শুধু মোহনবাগানকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে।

ব্রাইসনের জন্য গর্বিত মানোলো

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর মঞ্চে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গোল করে ইতিহাসে নাম তুলেছেন এফসি গোয়ার ২৪ বছরের ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। আল নাসের ম্যাচের পর ব্রাইসনের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। মানোলো ফাঁস করেন, চোট নিয়েই খেলেছেন ব্রাইসন। তিনি বলেন, আমি ব্রাইসনকে ভালবাসি। ওর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ওর চোট রয়েছে। যন্ত্রণা নিয়েই খেলেছে। এই মঞ্চ ও হাতছাড়া করতে চায়নি। আল নাসেরের কোচ জর্জ জেসুস গোয়ার লড়াইয়ের প্রশংসা করে বলেন, আমরা যে দলটার বিরুদ্ধে জিতলাম তারা হারতে চায়নি।

অব্যবস্থার মধ্যেই প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : সুপার কাপে প্রথম ম্যাচের পাঁচদিন আগে গোয়া পৌঁছেও অনুশীলনের মাঠ নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি, মিগুয়েলরা গোয়ায় গত তিনদিন প্রস্তুতি সেরেছে তিনটি আলাদা মাঠে। ডেম্পোর বিরুদ্ধে সুপার কাপে প্রথম ম্যাচে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে আয়োজকদের তরফে নর্থ গোয়ার ক্যান্ডলিনে যে মাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে ছিল অসমান বাউন্স এবং বড় ঘাসে ভরা কার্যত জঙ্গল। সেই মাঠ বাতিল করে নিজেদের খরচেই স্থানীয় পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে অনুশীলন করে ইস্টবেঙ্গল।

কলকাতায় বসে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার আগের দিন দাবি করেছিলেন, সুপার কাপে তাঁদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। শুধু অনুশীলনের মাঠ নয়, ম্যাচ ভেনুতেও মোহনবাগানকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কোচ, ফুটবলাররা প্রতিকূলতার মধ্যেই মুখ বন্ধ রেখেই অনুশীলনে ডুবে। সন্দীপ নন্দী বিতর্ক থেকে দলকে আগলে রাখা হচ্ছে। কোচ অস্কার ব্রুজো তাঁর ফুটবলারদের কড়া নজরে রেখেছেন। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটেয় বাম্বোলিমে ডেম্পোর বিরুদ্ধে ম্যাচ মিগুয়েলদের।

জকোভিচের ছবি আগে ও পরে।

জকোভিচের ছবিতে কালি

বেলগ্রেড, ২৩ অক্টোবর : সার্বিয়া ছেড়ে গ্রিসে চলে যাওয়া নোভাক জকোভিচকে নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে তাঁর নিজের দেশে। বেলগ্রেডে তাঁর ছবি কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। জকোভিচকে সম্প্রতি গ্রিসের নানা জায়গায় পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। তাঁকে দেখা যায় ডেভিস কাপের ম্যাচেও। সার্বিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় দেশে তোপের মুখে পড়েছেন জকোভিচ। রেল স্টেশন দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যুতে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদীদের সমর্থনে মন্তব্য পোস্ট করেছিলেন। সেই থেকেই রোষের সূত্রপাত। জকোভিচের সন্তানরা বর্তমানে গ্রিসের স্কুলে পড়ছে। তবে যিনি জকোভিচের ছবিটি এঁকেছিলেন, সেই শিল্পী জোসিকাভস্কি তারকা খেলোয়াড়ের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন।

কাল ইডেনে গুজরাত ম্যাচ

বাংলার প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : শনিবার থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে বাংলা-গুজরাত রঞ্জি ম্যাচ। তার আগে বৃহস্পতিবার জমিয়ে প্র্যাকটিস করলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলা। এই ম্যাচেও ৬ পয়েন্টের দিকে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। তবে গুজরাতের পেস আক্রমণ বেশ ভাল। দলে রবি বিষ্ণোইয়ের মতো স্পিনারও আছেন। খুব সহজ ম্যাচ যে হবে না, সেটা বুঝতে পেরেছে বঙ্গ শিবির।

বেলিংহ্যামের গোলে তিনে তিন রিয়ালের

বড় জয় লিভারপুল, চেলসিরও

গোলের পর বেলিংহ্যাম।

মাদ্রিদ, ২৩ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা তৃতীয় জয় রিয়াল মাদ্রিদের। বেলিংহ্যামের গোলে জুভেন্টাসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এতে ৩৬ দলের টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে আপাতত পাঁচে রয়েছে রিয়াল।

শুরুতে কিছুটা এলোমেলো খেলেছে জাবি আলোন্সোর দল। রিয়াল প্রথম সুযোগ তৈরি করেছিল ৪০ মিনিটে। কিলিয়ান এমবাপের শট রুখে দেন গোলকিপার মিকেল গ্রেগরি। ৫৭ মিনিটে গোলের দেখা পায় রিয়াল। ভিনিসিয়াস জুনিয়র বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের টপকে শট নিয়েছিলেন। সেই শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে, ফিরতি বল জালে জড়ান ওৎ পেতে থাকা বেলিংহ্যাম। বড় ব্যবধানে জয়ের স্বাদ পেয়েছে লিভারপুল ও চেলসিও। জার্মান ক্লাব আইনট্রাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে লিভারপুল। অ্যাওয়ে ম্যাচে ২৬ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। ফ্রাঙ্কফুর্টকে এগিয়ে দেন রাসমুস ক্রিস্টেনসেন। তবে ৩৫ মিনিটেই ১-১ করে দিয়েছিলেন লিভারপুলের উগো একিতিকে। ৩৯ মিনিটে কোডি গাকপোর কর্নার থেকে হেডে ২-১ করেন লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক। ৪৪ মিনিটে ইব্রাহিমা কোনাতের গোলে ৩-১। লিভারপুলের হয়ে আরও দু'টি গোল করেন গাকপো এবং ডমিনিক সোবোসলাই। অন্যদিকে, ডাচ ক্লাব আয়াখসকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ১৮ মিনিটে মার্ক গিউ ও ২৭ মিনিটে ময়েজেস কাইসেদোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। ৩৩ মিনিটে আয়াখসের হয়ে ১-২ করেন ভাউট ভেগহোস্ট। যদিও বিরতির আগেই জোড়া পেনাল্টি থেকে চেলসিকে ৪-১ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন এনজো ফার্নান্ডেজ ও এস্তেভাও। দ্বিতীয়ার্ধে তাইরিক জর্জ ৫-১ করেন। এছাড়া বায়ার্ন ৪-০ গোলে হারিয়েছে ক্লাব ব্রুগেকে।

ভক্তদের হৃদয়ে থেকে যাবে রোহিত-বিরাট

উচ্ছ্বাস গুরু গ্রেগের

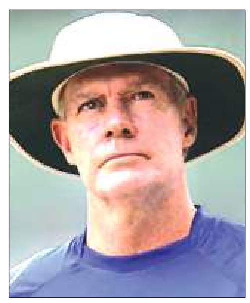

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : শুধু রেকর্ড দিয়ে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মূল্যায়ন করাটা ভুল হবে। সাফ জানাচ্ছেন গ্রেগ চ্যাপেল। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় গ্রেটের দাবি, শুধু রেকর্ড বইয়েই নয়, বিরাট-রোহিতের সোনালি যুগ ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়েও চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।

দুই ভারতীয় তারকার এটাই শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। গ্রেগ নিজের কলামে লিখেছেন, ক্রিকেট দুনিয়া সামনের দিকে এগোচ্ছে। নতুন নাম ভেসে উঠছে। নতুন অধিনায়করা উঠে এসেছে। কিন্তু বিরাট-রোহিতের সোনালি যুগ শুধু রেকর্ড বইয়েই নয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়েও চিরদিন থেকে যাবে। গ্রেগ আরও লিখেছেন, বিরাট শুধু একজন ব্যাটার নয়, একটা আন্দোলনের নাম। ও একজন যোদ্ধা। আর এই ভয়ডরহীন মানসিকতা ভারতীয় দলেও আমদানি করেছিল। ভারতের একদিনের দলকে আরও ধারালো, আরও ফিট করে তুলেছিল। ঘরে হোক বা বাইরে, জেতার খিদেটা আরও তীব্র করে তুলেছিল।

প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা আরও লিখেছেন, বিরাটের আবেগ, শেষ বল পর্যন্ত লড়াইয়ের মানসিকতা পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করা অসম্ভব। অন্যদিকে, রোহিতের মার্জিত মনোভাব, নম্রতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, টাইমিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা শুধু ক্রিকেটেই নয়, জীবনেও। তবে বিরাট বাকি গ্রেটদের থেকে নিজেকে আলাদা করতে পেরেছে ব্যক্তিগত পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব না দিয়ে। ও শুধু দলের সাফল্যকেই গুরুত্ব দেয়। বিরাট একবার বলেছিল, ও ভারতের জন্য খেলে, রেকর্ডের জন্য নয়। এই মন্তব্যই প্রমাণ করে ও একজন যথার্থ নেতা। বিরাটের অর্জন কোনও নশ্বর নয়, উত্তরাধিকার।

মাঠে ময়দানে
24 October, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোথায় পড়লাম তোমাদের নির্বাচক প্রধান বদল হয়েছে।

তুমি নির্বাচক প্রধান হয়েছ। মার্ক ও'র কথায় চমকে গিয়ে শাস্ত্রী বলেন, না, তুমি ভুল শুনেছ

রোহিতের রানেও হাতছাড়া সিরিজ

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। তিনি প্রথম একদিনের সিরিজেই হারের মুখ দেখলেন। পারথের পর অ্যাডিলেডে জিতে ২-০ করে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে শনিবারের শেষ ম্যাচের অতঃপর আর গুরুত্ব থাকল না।

ভারতের ২৬৪/৯-এর জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৪৬.২ ওভারে ২৬৫/৮ করে ৮ উইকেটে জিতেছে। স্কোরবোর্ড দেখে মনে হতে পারে খুব লড়াই হয়েছে। আসলে হয়নি। কুপার কনোলি ৫৩ বলে ৬১ নট আউট থেকে ম্যাচ বের করে নিয়ে গিয়েছেন। তার আগে ম্যাথু শর্ট করেন ৭৪ রান। মিচেল ওয়েনের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৬। অ্যালেক্স ক্যারি (৯) যখন আউট হয়েছিলেন, তখন অজিদের জন্য সামান্য চাপ হয়েছিল। কিন্তু ক্যাচ ফসকানোর সুযোগে কনোলিরা আবার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেন। এই সময় ভারতীয় বোলিংকে সাদামাটা লেগেছে। আট নম্বরে নেমে নীতীশ রেড্ডি ৮ রান করেছেন। বল হাতে ৩ ওভারে ২৪। কুলদীপের জায়গা হয়নি তাঁর জন্যই!

অ্যাডিলেডে যে সিমারদের জন্য পারথের সুবিধা থাকবে না সেটা জানাই ছিল। কিন্তু গম্ভীররা তবু কুলদীপকে বাইরে রাখলেন। যখন ম্যাথু শর্ট (৭৪) টুকটুক করে রান বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উইকেট পারচেজ করতে কুলদীপকে দরকার ছিল। যিনি হাওয়ায় বল রাখবেন। একই অ্যাকশনে বল ভিতরে আনবেন, বাইরে পাঠাবেন। মোদ্দা কথা সারাক্ষণ প্রতিপক্ষের পরীক্ষা নেবেন। পরে যখন কুপার কনোলি (৬১) আর মিচেল ওয়েন (৩৬) দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখনও শুভমনের দলে দরকার ছিল স্ট্রাইক বোলার। কিন্তু এই টিম ম্যানেজমেন্ট কিছুতেই কুলদীপকে খেলাবে না। এশিয়া কাপে ওই সাফল্যের পরও। এখানে কুলদীপ খেললে অস্ট্রেলিয়াকে হয়তো আটকে দেওয়া যেত।

৫৪ রানের মধ্যে মার্শ (১১) আর হেডকে (২৮) ফিরিয়ে ভারতকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন অর্শদীপ ও হর্ষিত। কিন্তু যখন চেপে ধরার প্রয়োজন ছিল, বোলাররা মুঠো আলগা করে ফেলেন। তাতে ম্যাট রেনশ শুধু ৩০ রান করে যাননি, শর্টের সঙ্গে জুটিতে ৫৫ রান জুড়ে পরিস্থিতি সামলে নেন। পরে অ্যালেক্স ক্যারি যখন ৯ রানে ওয়াশিংটনকে উইকেট দিয়ে গেলেন, তখনও ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল। তবে ওয়াশিংটন ও অক্ষরের সঙ্গে এমন কাউকে দরকার ছিল তখন যে চাপটা ধরে রাখবে। যা হর্ষিত ও সিরাজ পারেননি। বড় মাঠে ২৬৪ লড়াইয়ের রান। কিন্তু বৈচিত্র্যহীন বোলিংয়ে কিছুই হল না।

অবশেষে রান পেলেন রোহিত। অ্যাডিলেডে মারমুখী মেজাজে ব্যাট করতে দেখা গেল তাঁকে। বৃহস্পতিবার।

এর আগে রোহিত শর্মার পঞ্চাশ হয়ে যাওয়ার পর টিভি বক্সে রবি শাস্ত্রী বলছিলেন একবার রান পেয়ে গেলে কত বিপজ্জনক এই হিটম্যান। ইডেনে রোহিতের ২৬৪ রানকে টেনে এনে প্রাক্তন বাঁহাতি মনে করালেন, রোহিত ৩২ ওভারে সেঞ্চুরি করার পর ১৮ ওভারে বাকি রান করেছিলেন। অর্থাৎ প্রথমে স্ট্রাইক রেট কম থাকলেও পরে পুষিয়ে দেন। কিন্তু অ্যাডিলেডে তা হয়নি। স্টার্ককে তুলে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন বাউন্ডারির ধারে থাকা হ্যাজলউডের হাতে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে হাজার রান করা হয়ে গিয়েছিল হিটম্যানের।

আরও একটা জিনিস অবশ্যই হয়েছিল। রোহিত আর শ্রেয়স আইয়ারের জুটিতে ১১৮ রান। বিরাট যখন শূন্য রানে ফিরে গেলেন বোর্ডে রান ১৭। এখান থেকে পরিস্থিতি পারথের মতো হয়নি এই দু'জনের জন্য। শ্রেয়স অবশ্য রোহিতের পরই আউট হয়ে যান ৬১ রানে। জাম্পার অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলে একটু শরীরের থেকে অফ ড্রাইভ করতে গিয়েছিলেন। বল ব্যাটের ইনসাইডডে লেগে স্ট্যাম্প ভেঙে দেয়। তার আগে ৭৭ বলে ৬১ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে গেলেন তিনি। যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছেন মুম্বই ব্যাটার।

তবে প্রিয় মাঠে বিরাটের দ্বিতীয় ম্যাচেও ০ করা অবশ্যই একটা বড় ধাক্কা ভক্তদের জন্য। নিশ্চিতভাবে শেষবার এই মাঠে খেলে গেলেন রো-কো। রোহিত ৯৭ বলে ৭৩ করলেও বিরাটের কপালে থাকল সেই শূন্য! ম্যাচের সপ্তম ওভারের ঘটনা সেটা। সেই ওভারের প্রথম বলে শুভমন আউট হয়েছিলেন ৯ রানে। মিড অফের উপর দিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাতে চলে যায় মার্শের। আর বিরাট বার্টলেটের ভিতরে আসা বলে এলবি হয়ে যান। লেগ মিডের উপরে ছিল। এই প্রথম পরপর দুই ম্যাচে খালি হাতে ফিরলেন বিরাট। বার্টলেট তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

বিরাটের মতোই অসম্ভব চাপ নিয়ে এখানে নেমেছিলেন রোহিত। প্রথমদিকে সেটা বোঝা গিয়েছে তাঁর ব্যাটিংয়ে। স্টার্ক আর হ্যাজলউডকে সামলাতে মুশকিলে পড়েছেন। বিশেষ করে হ্যাজলউডকে। যিনি ১০ ওভারে মোটে ২৯ রান দিয়েছেন। রোহিত অবশ্য পরের দিকে ছন্দে ফিরেছিলেন। মিচেল ওয়েনকে এক ওভারে দুটি ছক্কাও মারলেন স্কোয়ার লেগে। সবমিলিয়ে সাতটি চার ও দুটি ছক্কা। তবে ঠিক যখন মনে হচ্ছিল রোহিত তিন অঙ্কের রানে এগোচ্ছেন, তখনই স্টার্ক এসে তাঁর উইকেট তুলে নিলেন। ইনিংস ৩০ ওভার গড়িয়েছে বলেই হয়তো বড় শটে গিয়েছিলেন হিটম্যান। বোর্ডে তখন ১৩৫ রান।

প্রথম ১০ ওভারে স্লো স্টার্ট করেছিল ভারত। রোহিতের এটা দ্বিতীয় ধীর গতির হাফ সেঞ্চুরি। কিন্তু পরে যখন রান বাড়াতে গেলেন তখনই আউট। রাহুল (১১), ওয়াশিংটন (১২), নীতীশ (৮) ব্যর্থ হয়েছেন। ওয়াশিংটন আর নীতীশকে অলরাউন্ডার বানানোর চেষ্টা করছে গম্ভীর অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু কবে এই প্রচেষ্টা সফল হবে সেটাই প্রশ্ন। লোয়ার অর্ডার ভারী করার চেষ্টায় এখানেও উপেক্ষিত হলেন কুলদীপ। প্রাক্তনরা তাঁকে খেলানোর কথা বলছেন আর টিম ম্যানেজমেন্ট সেটা আরেক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে। ওয়াশিংটন, নীতীশরা কবে দায়িত্ব নেবেন কে জানে। ভারত তবু ৫০ ওভারে ২৬৪/৯ করতে পেরেছে দশম উইকেটের জুটিতে হর্ষিত (২৪ নট আউট) আর অর্শদীপের (১৩) জন্য। ২৯ বলে এই দু'জন ৩৭ রান যোগ করেছেন। না হলে আড়াইশো হত না ভারতের। তবে হয়েও যে লাভ হয়েছে এমন নয়। বোলিংই ডুবিয়েছে শুভমনদের।

স্কোরবোর্ড

ভারত : রোহিত ক হ্যাজলউড বো স্টার্ক ৭৩ (৯৭), শুভমন ক মার্শ বো বার্টলেট ৯ (৯), বিরাট এলবিডব্লু বো বার্টলেট ০ (৪), শ্রেয়স বোল্ড জাম্পা ৬১ (৭৭), অক্ষর ক স্টার্ক বো জাম্পা ৪৪ (৪১), রাহুল বোল্ড জাম্পা ১১ (১৫), ওয়াশিংটন ক হ্যাজলউড বো বার্টলেট ১২ (১৪), নীতীশ স্টাম্প ক্যারি বো জাম্পা ৮ (১০), হর্ষিত নট আউট ২৪ (১৮), অর্শদীপ বোল্ড স্টার্ক ১৩ (১৪), সিরাজ নট আউট ০ (১)। **অতিরিক্ত:** ৯। **মোট** (৫০ ওভারে ৯ উইকেটে): ২৬৪ রান। **বোলিং:** স্টার্ক ১০-০-৬২-২, হ্যাজলউড ১০-২-২৯-০, বার্টলেট ১০-১-৩৯-৩, ওয়েন ২-০-২০-০, জাম্পা ১০-০-৬০-৪, কনোলি ৩-০-১১-০, শর্ট ৩-০-২৩-০, হেড ২-০-১৬-০।

অস্ট্রেলিয়া : মার্শ ক রাহুল বো অর্শদীপ ১১ (২৪), হেড ক বিরাট বো হর্ষিত ২৮ (৪০), শর্ট ক সিরাজ বো হর্ষিত ৭৪ (৭৮), রেনশ বোল্ড অক্ষর ৩০ (৩০), ক্যারি বোল্ড ওয়াশিংটন ৯ (১৭), কনোলি নট আউট ৬১ (৫৩), ওয়েন ক অর্শদীপ বো ওয়াশিংটন ৩৬ (২৩), বার্টলেট ক শুভমন বো অর্শদীপ ৩ (৫), স্টার্ক ক অক্ষর বো সিরাজ ৪ (৭), জাম্পা নট আউট ০ (১)। **অতিরিক্ত:** ৯। **মোট** (৪৬.২ ওভারে ৮ উইকেটে): ২৬৫ রান। **বোলিং:** সিরাজ ১০-০-৪৯-১, অর্শদীপ ৮.২-০-৪১-২, হর্ষিত ৮-০-৫৯-২, ওয়াশিংটন ৭-০-৩৭-২, নীতীশ ৩-০-২৪-০, অক্ষর ১০-০-৫২-১।

জোড়া ক্যাচেই ম্যাচ হাতছাড়া, দাবি শুভমনের

সিরাজের ক্যাচ ফেলার সেই মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে।

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : ওয়ান ডে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক সিরিজেই হার। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ শুভমন গিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অ্যাডিলেড ওভালের এই পিচে ভারত যদি স্কোরবোর্ডে আরও ৩০ রান যোগ করতে পারত, তাহলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হত। শুভমন যদিও হারের জন্য দায়ী করছেন খারাপ ফিল্ডিংকে।

অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ে ব্যাট হাতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন ম্যাথু শর্ট। অধিনায়ক মিচেল মার্শ ও অভিজ্ঞ ট্রাভিস হেডের উইকেট দ্রুত হারানোর পর শর্টের ৭৪ রানের ইনিংস দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল। অথচ তাঁর দু'টি ক্যাচ ফসকেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা। প্রথম নীতীশ রেড্ডির বলে পয়েন্টে ক্যাচ ছাড়েন অক্ষর প্যাটেল। কিছুক্ষণ পর ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে কভারে সহজ ক্যাচ মিস করেন মহম্মদ সিরাজ। ওই সময় সিরাজ ক্যাচ লুফতে পারলে, ম্যাচ অনেকটাই ভারতের দিকে ঢলে পড়ত।

শুভমনের বক্তব্য, স্কোরবোর্ডে জেতার মতোই রান তুলতে পেরেছিলাম। কিন্তু খেলার মোক্ষম সময়ে জোড়া ক্যাচ মিস আমাদের কাজটা কঠিন করে দেয়। এছাড়া বল যত পুরনো হয়েছে, উইকেটও সহজ হয়ে গিয়েছে। পারথের পর অ্যাডিলেডেও টস হেরেছেন। যদিও শুভমন বলছেন, প্রথম ম্যাচে টস বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজ টস কোনও ভূমিকা পালন করেনি। পিচ যথেষ্ট ভাল ছিল। দুটো দলই প্রায় পুরো পঞ্চাশ ওভার ব্যাট করেছে। প্রথম ইনিংসে শুরুর ১০-১৫ ওভার উইকেট জোরে বোলারদের কিছুটা সাহায্য করেছে। এরপর সহজ হয়ে যায়।

প্রথম ম্যাচে রান না পেলেও, অ্যাডিলেডে ৯৭ বলে ৭৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে চেনা ফর্মে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। শুভমনের বক্তব্য, রোহিত ভাই অনেকদিন পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরেছে। তাই ওর কাজটা খুব সহজ ছিল না। শুরুর দিকের কঠিন সময়ে যেভাবে ধৈর্য ধরে ব্যাট করেছে, আমরা সবাই খুশি।